হিতবাণী।

মানস-সরোবর, গার্হস্থ্য ও সন্ন্যাস, প্রফুল্ল-নির্ম্মাল্য, হৃদয়-লহরী,
মানস-কুঞ্জ, পাঁচ ইয়ার, কুম্ভকর্ণী-নিদ্রা, নবীনের সংসার,
শুভকর্ম্মে গদ্য পদ্য প্রভৃতি রচয়িতা

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারি সম্পাদিত।

"দৈনিকচন্দ্রিকা" কার্য্যালয় হইতে
শ্রীহরিদাস দত্ত কবিভূষণ কর্ত্তৃক প্রকাশিত।

কলিকাতা,

বহুবাজার, ১৪ নং মদন বড়ালের লেন, লীলা প্রিণ্টিং ওয়ার্কস যন্ত্রে"
শ্রীমাণিকচন্দ্র ঘোষ দ্বারা মুদ্রিত।

[মূল্য ।॰ চারি আনা মাত্র।

উৎসর্গ-পত্র।

যাঁহার শ্রীমুখে হিতবাণী শুনিয়া

হিতাহিত বুঝিতে শিখিয়াছি,

সেই প্রভুপাদ

শ্রীযুত গোপালচন্দ্র গোস্বামী

গুরুদেবের শ্রীচরণ কমলে

"হিতবাণী"

অর্পিত হইল।

সেবক

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ।

বিজ্ঞাপন।

নানাপুস্তকাধ্যয়নে ও নানামুখে নানাকথা শুনিয়া যে সকল হিতবাণী আহরণ করিতে পারিয়াছি, তাহাই "হিতবাণী"-রূপে প্রকাশিত হইল। যখন যেমন মনে পড়িয়াছে, তখন তেমনিই লিখিয়া ফেলিয়াছি। ভাষার দিকে লক্ষ্য করি নাই। ভাষাটা আমার নিজের—ভাষায় দোষ থাকে, সে দোষ আমার। তবে ভাবের ঘরে চুরী করি নাই—যাহা লইয়াছি, তাহা ভিক্ষা করিয়াই লইয়াছি। ভিক্ষায় দীনতা থাকিতে পারে; কিন্তু হীনতা নাই। ভিক্ষা—ভিখারীর ধর্ম্ম; ভিক্ষাদান—দাতার কর্ম্ম। ভারত-ভূমিতে জন্মগ্রহণ করিয়া ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিলে, বোধ হয় তাহা দোষের কার্য্য হয় না। "সে জন বুঝিয়া ল'বে, যে জানে সন্ধান।"

"হিতবাণী" ধারাবাহিকরূপে "দৈনিক চন্দ্রিকা"য় প্রকাশিত হইয়াছিল। লোকের তাহা ভাল লাগিয়াছিল বলিয়াই "হিতবাণী" পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইল। বিশেষতঃ অল্পবয়স্ক বালকবালিকাদিগের পাঠ্যরূপে এই সকল হিতবাণী শিখাইবার ব্যবস্থা করিলে, তাহাদের চরিত্রগঠনের বিশেষ সাহায্য করা হইবে বলিয়াই আমার বিশ্বাস। অলমতি বিস্তরেণ।

বিনীত—

শ্রীমুনীন্দ্রপ্রসাদ সর্ব্বাধিকারী।

সন ১৩১৯ সাল।

হিত-বাণী।

সর্ব্বদা সত্যকথা বলিতে অভ্যাস করিলে অচিরে বাক্‌সিদ্ধ হইতে পারা যায়।

***

অসত্যবাদীর ইহলোকেও শান্তি নাই, পরলোকেও মুক্তি নাই। উভয়লোকেই তাহারা ঘৃণার্হ।

***

বিপদে পতিত হইলে দৃঢ়তার সহিত বিপদের সম্মুখীন হওয়াই শ্রেয়স্কর। শত্রুকে পৃষ্ঠ প্রদর্শন করিলে কিম্বা শত্রুর সম্মুখে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকিলে, শত্রু শত্রুতা-সাধনের প্রকৃষ্ট অবসর প্রাপ্ত হয়।

***

পদদলিত শত্রুর প্রতি দয়া প্রকাশ করিলে মহানুভবতার পরিচয় প্রদান করা হয়। মহানুভব ব্যক্তিমাত্রেই সে দয়া প্রকাশ করিতে কার্পণ্য করেন না।

***

হীন শত্রুকেও শত্রুতা-সাধনের অবসর প্রদান করা বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে। পিপীলিকার দংশনেও জ্বালা আছে; অতি-হীন শত্রুও বিষহীন নহে।

***

সময়-বিশেষে পিপীলিকার দংশনও যাতনাপ্রদ হইয়া উঠে। স্থান-বিশেষে দংশন করিলে লোকের মৃত্যু ঘটাও অসম্ভব নহে।

***

খেলার ছলেও লোকের উপর উৎপাত করিতে নাই। যাহা এক জনের "খেলা," তাহা অন্যের মৃত্যুর কারণ হইতে পারে।

***

দাম্ভিক কাপুরুষের ভয়-প্রদর্শন উপেক্ষণীয় নহে। তাহাকে ঔদার্য্য দেখাইলে, সে উদারতাকে কাপুরুষতা বলিয়া মনে করে।

***

যে যেরূপ প্রকৃতির লোক, সে সকলকেই সেইরূপ প্রকৃতির বলিয়া স্থির করে। বিশ্বাস করিয়া সকলকে সকল কথা বলা সুবুদ্ধির পরিচায়ক নহে।

***

মূক সকলকেই মূক মনে করে। সেরূপ মনে না করিলে, সে বাঁচিতে পারে না।

***

বিলাস-মদিরা পান করা বিধেয় নহে। মদিরাপানে শরীর ও মন দুইই ভাঙ্গিয়া পড়ে।

***

যাহার অর্থ আছে, সে ভগবানের ভাণ্ডারী। কৃপণ ভাণ্ডারী ভাণ্ডার-জাত দ্রব্যাদি বিতরণ করিতে কার্পণ্য করিলে, দান-গ্রহীতারা অসন্তুষ্ট হয়, ভাণ্ডারের অধিপতিও বিরক্ত হ'ন। কারণ, ভাণ্ডার—ভাণ্ডারীর নহে; যাঁহার ভাণ্ডার—তিনিই সর্ব্বময় কর্ত্তা। কর্ত্তার ইচ্ছা যখন—অবাধ-দান, তখন তাহাতে কার্পণ্য করিবার ভাণ্ডারী কে?

***

যে যেরূপ স্তরের লোক, ভগবানের ভাণ্ডারে সে তেমনই ভাণ্ডারী ভাণ্ডারী হইতে হইলে পুণ্যসঞ্চয়ের আবশ্যকতা আছে।

***

আশ্রিত-রক্ষণ কেবল কর্ত্তব্য নহে, তাহা ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম পালন না করিলে মনুষ্যত্ব লোপ পায়।

***

তোষামোদে ভুলিও না। যাহারা তোষামোদ করে, তাহারা ঘৃণ্য। সুযোগ উপস্থিত হইলে, উপকারীর উপকার বিস্মৃত হইয়া, উপকারকের অপকার করিতে ঘৃণ্যব্যক্তি পশ্চাৎপদ হয় না।

***

অসৎসঙ্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করা একান্ত উচিত। অসৎসঙ্গ দারুণ বিপজ্জনক।

***

সৎসঙ্গ অশেষ মঙ্গলময়। প্রবাদ আছে—"সৎসঙ্গে কাশীবাস।"

***

যে বিষয় তুমি সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত নহ, সে বিষয় লইয়া সভামধ্যে কখনও বাদানুবাদ করিও না; করিলে তোমারই মূর্খতা প্রকাশ পাইবে।

***

যে ভাষায় যখন যে কথা কহিবে, সেই ভাষাতেই মনের ভাব প্রকাশ করা উচিত; তাহা গৌরবজনক। বাঙ্গালার সঙ্গে ইংরাজীর "বুক্‌নি" কিম্বা ইংরাজী কহিতে কহিতে বাঙ্গালা কথা, অথবা উড়িয়ার সঙ্গে উর্দ্দ, কি উর্দ্দর সহিত ফরাসী ভাষার সংমিশ্রণ গৌরবের কথা নহে।

***

জ্ঞানলাভ করিতে হইলে সাধনার আবশ্যক। অনুশীলন ব্যতিরেকে জ্ঞানলাভের উপায় নাই।

***

ভগবানের দর্শন পাওয়া যায়—মনে, কোণে, আর বনে। এই তিন স্থান ভিন্ন ভগবানের সন্ধান আর কোথাও মিলে না।

***

"তর্ক" শ্রবণ করা বুদ্ধিমানের কার্য্য। কিন্তু তর্কচ্ছলে তর্ক করায় ক্ষতি ভিন্ন লাভ নাই। কারণ তর্কজালে জড়িত হইলে, তার্কিকের বুদ্ধিভ্রম হওয়া বিচিত্র নহে।

***

সৎসাহিত্যের আলোচনায় মনের প্রফুল্লতা হয়, বুদ্ধির স্থৈর্য্য হয়, অবসন্ন হৃদয়ে শক্তি আসে, জ্ঞানালোকের বিকাশ হয়। হৃদয়ের অন্ধকার দূর করিতে হইলে, সৎসাহিত্যালোকের অতীব প্রয়োজন।

***

কাকে কাণ লইয়া গিয়াছে শুনিয়া কাকের পশ্চাতে দৌড়াইতে নাই। সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া সে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে, পরিশ্রম ও লাঞ্ছনার লাঘব হয়।

***

যাহার-তাহার কথায় কর্ণপাত করিতে নাই; তাহা করিলে জীবন-ধারণ করা কঠিন হইয়া পড়ে।

***

প্রাণাপেক্ষা মান বড়; সেই জন্যই লোকে প্রাণ খোয়াইওয়া মান রাখিতে চাহে। যে তাহা চাহে না, সে হয় বাতুল, না হয় যোগী, না হয় বুদ্ধিহীন।

***

সিদ্ধিলাভ করিতে হইলে সাধনার আবশ্যক। সাধনা ব্যতীত সিদ্ধিলাভ হয় না। যাহাদের দেখিতে পাওয়া যায়, বিনা সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছে, তাহারা পূর্ব্বজন্মে নিশ্চয়ই সাধনা করিয়াছিল, নতুবা কিছুতেই সিদ্ধিলাভ ঘটে নাই।

***

দোষ ও গুণ লইয়া মানুষ। যাহার সমস্তই গুণ, যে দোষ-বিবর্জ্জিত,—সে দেবতা। যাহার প্রকৃতিতে গুণের অংশ কিছুই নাই, কেবল দোষেই পরিপূর্ণ, সে পিশাচ—অসুর।

***

প্রাণীমাত্রেরই দোষ-গুণ আছে,—জড়পদার্থেও দোষ-গুণ দেখিতে পাওয়া যায়। কেবল দোষ বা কেবল গুণ কিছুতেই নাই।

***

ক্রোধ—পুরুষের লক্ষণ, অপিচ ক্রোধ চণ্ডাল। পুরুষের লক্ষণ দেখাইতে যাইয়া চণ্ডাল হইয়া পড়া বুদ্ধিমানের কার্য্য নহে।

***

মিষ্টকথায় শত্রুও অতি-আপনার হয়; আদর পাইলে বন্য জন্তুও বশ্যতা স্বীকার করে। মিষ্টকথায় যাহারা তুষ্ট না হয়, তাহাদের প্রকৃতি ভয়ঙ্কর। আসুরিক বলে তাহাদের মুখ চাপিয়া না ধরিলে তাহারা কিছুতেই বশীভূত হইতে চাহে না। তাহাদের প্রতি বলপ্রয়োগ দোষণীয় নহে; কিন্তু দেখিও, বলপ্রয়োগ করিতে যাইয়া যেন অত্যাচারী না হও।

***

উপকারী ক্রোধবশেও কখনও উপকৃতের অপকার করে না। কিন্তু উপকৃত অনেক সময়ে হাসিতে হাসিতেও উপকারীর অপকার করিয়া বসে।

***

দুষ্ট-চরিত্র লোকের গলায়, উপকারীর উপকার, কাঁটার মত বিঁধিয়া থাকে। তাহারা উপকার পাইবার জন্যও প্রার্থী, আবার উপকার স্বীকার করিতেও কুণ্ঠিত। উপকার স্বীকার করা তাহাদের চক্ষে অপমান। সুযোগ পাইলে তাহারা আড়ালে বসিয়া কাঁটা তুলিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে; কিন্তু ধরা পড়িয়া যায়।

***

দুর্দ্দিনে উপকার পাইয়া সুদিনেও যে তাহা না ভুলিয়া যায়, সে ক্ষুদ্রচেতা নহে; তাহার দর্শনেও পুণ্য আছে।

***

দাম্ভিক লোকের নিকট হইতে উপকার গ্রহণ করিতে নাই। আবশ্যক হইলে দাম্ভিক-উপকারী উপকৃতের অপকারও করিতে পারে।

***

রোগ, ঋণ ও শত্রুকে উপেক্ষা করা কখনই উচিত নহে; উপেক্ষিত হইলেই ভয়ঙ্কর মূর্ত্তি ধারণ করে।

***

যে হাসিতে জানে না, হাসিতে পারে না, হাসিতে চাহে না, সে সর্ব্বাপেক্ষা খল। তাহাকে কখনও বিশ্বাস করা যাইতে পারে না।

***

সম্পদে, বিপদে, অন্নকষ্টে, রাজদ্বারে, শ্মশান প্রভৃতি স্থানে যে জন সহচর,—যে সহানুভূতি প্রকাশ করে, সেই যথার্থ বন্ধু। সম্পদে যাহারা তোমার মনস্তুষ্টি সাধন করে, তাহারা স্তাবক,—অসময়ে তাহারা তোমার কেহই নহে।

***

তোমার যে হিতাকাঙ্ক্ষী, সে তোমার দোষ দেখিলে, সে দোষ খণ্ডন করিবার চেষ্টা করিবে। তাহার শাসনে রুষ্ট হইতে নাই; তাহা হইলে তোমার অহিত হইবে।

***

যে যাহাকে ভালবাসে, সে সহজে তাহার দোষ দেখিতে পায় না। ভালবাসার লোকের চক্ষে প্রশংসনীয় হওয়া কাহারও পক্ষে বিশেষ কঠিন ব্যাপার নহে। উদাসীন, অপরিচিত সু-সমালোচক যদি তোমার প্রশংসা করে, সেই প্রশংসাই প্রশংসা।

***

যে তোমায় দেখিতে পারে না, তুমি প্রশংসার কার্য্য করিলেও সে তোমার প্রশংসা করিবে না। তাহার জন্য ক্ষুন্ন হইবার কারণ নাই।

***

দাতা নিঃস্বার্থভাবে দান করেন। যে দান স্বার্থজড়িত, সে দান—দান নহে—দানের অভিনয়।

***

দান সকলে করিতে পারে না। প্রাণ "বড়" না হইলে, দান করা চলে না। যে "ক্ষুদ্র-প্রাণ," সে আবার দান করিবে কেমন করিয়া?

***

অর্থবান্ হইলেই "বড়-প্রাণ" হয় না। যাহারা "বড়-প্রাণ" তাহারা "উচ্চ-থাকের" সাধক।

***

বিনয় ও সৌজন্য প্রকাশে অর্থব্যয় হয় না। যে তাহা প্রকাশ করে না বা প্রকাশ করিতে কার্পণ্য করে, তাহার সংসর্গ সর্ব্বতোভাবে পরিত্যজ্য।

***

যে স্থানে সৌজন্য-প্রকাশের মাত্রা অধিক, সে স্থান নিরাপদ নহে; অচিরে সে স্থান পরিত্যাগ করাই মঙ্গলজনক।

***

সুবিচার করিতে হইলে শত্রু, মিত্র ও আত্মীয়-স্বজন বাছিলে চলিবে না। যে তাহা বাছে, সে কখনও সু-বিচারক হইতে পারে না।

***

মহৎকার্য্য সম্পন্ন করিবার আকাঙ্ক্ষা থাকিলে, আপনাকে মহৎ হইতে হইবে। যে মহৎ নহে, সে কখনও মহৎকার্য্য করিতে পারে না।

***

স্বাস্থ্যই সুখ। যে স্বাস্থ্যসুখে বঞ্চিত, তাহার আবার শান্তি কোথায়?

***

চেষ্টা থাকিলে তবে স্বাস্থ্যরক্ষা করিতে পারা যায়। যাহার চেষ্টা নাই, তাহার স্বাস্থ্যও নাই।

***

স্বাস্থ্য রক্ষা করিতে হইলে, পরিমিতাহারী ও পরিমিতাচারী হইতে হইবে। তাহা না হইলে স্বাস্থ্যরক্ষার উপায় নাই।

***

ঈশ্বর যাহা করেন, তাহা মঙ্গলের জন্য,—এ বিশ্বাস যাহার আছে, সে মহাবিপদে পতিত হইয়াও আত্মবিস্মৃত হয় না। আত্মবিস্মৃতি ঘটিলেই লোকে বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

***

জটা রাখিলেও ভগবান লাভ হয় না, আর গৈরিক বস্ত্র পরিধানেও ভগবৎ-সান্নিধ্যে যাইতে পারা যায় না। ভগবানের মন্দির হৃদয়ে।

সে মন্দির—যাহার পুণ্যপূত, আবর্জ্জনা-বিহীন, সেই ভগবানের দর্শন পাইবার অধিকারী, এবং সেই ভগবানকে হৃদয়-মন্দিরে অহোরহ দর্শন করিয়া থাকে।

***

ভগবান, সর্ব্বজীবেই অবস্থিত। ডাকার মত ডাকিলেই তাঁহার "সাড়া" পাওয়া যায়।

***

কেহ না ডাকিলেও ভগবান্ তাহার নিকটে নিকটেই থাকেন। তবে জীব তাহা বুঝিতে পারে না। কিন্তু ডাকার মত ডাকিলে, তাঁহার দর্শন পাওয়া যায়।

***

ভগবানের বিশেষ একটা কিছু আকার নাই। তাঁহার আকার বরং নিরাকার। কিন্তু ভক্ত যে আকারে তাঁহাকে দেখিতে চাহে, সেই আকারেই তিনি তাহাকে দেখা দিয়া থাকেন।

***

যাহার যাহা ধর্ম্ম, যাহার যাহা কর্ম্ম, তাহা করিলেই ভগবানের তুষ্টি সাধন করা হয়। ধর্ম্ম ও কর্ম্ম করিতেই জীবের সৃষ্টি।

***

কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্য, ইহাদের কোনটাই ভাল নহে। কাঁটালের আটার মত ইহারা মনুষ্যের হৃদয়ে জড়াইয়া থাকে। ঐ গুলার গায়ে বিবেক-তৈল লাগাইতে পারিলে আঠা ছাড়িয়া যায়।

***

বড় হইবার ইচ্ছা থাকিলে আপনাকে ছোট মনে করিতে হয়। যে আপনাকে বড় মনে করে, লোকের চক্ষে সে ছোট হইয়া পড়ে। সহস্র চেষ্টা করিলেও তখন আর বড় হইবার উপায় থাকে না।

***

বিপদে যে ধৈর্য্য ধরিয়া থাকে, অভ্যুদয়ে যে ক্ষমাবান্, তাহার সুযশঃ-সৌরভ দিগন্তব্যাপী। বিপদে ধৈর্য্য নষ্ট হইলে, বিপদ আরও জড়াইয়া ধরে। অভ্যুদয়ে দুর্ম্মুখ হইলে, লোকসমাজে তাহার আর নিন্দার সীমা থাকে না; সে সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্ত হয়।

***

স্ত্রী-বুদ্ধি প্রলয়ঙ্করী; তবে সে বুদ্ধি পুরুষের বুদ্ধির অনুগামিনী হইলেই মঙ্গল হয়।

***

স্ত্রী-বুদ্ধি সাধারণতঃ তীক্ষ্ম। তাহাতে উত্তম "পান" পড়িলে তীক্ষ্ণতর হয়। তাহাতে কিন্তু বিপদের ভয়ও অহোরহ।

***

লজ্জা স্ত্রীলোকের ভূষণ। সে ভূষণ যে স্ত্রীলোকের নাই, সে স্ত্রীলোক নহে।

***

অপ্রিয়ভাষী পুত্র, মিত্র, ও আত্মীয়-স্বজনকে প্রিয়-সম্ভাষণে সতত আদর করিলে, তাহারা প্রিয়ভাষী না হইয়া আর থাকিতে পারে না। অপ্রিয়ভাষের পরিবর্ত্তে প্রিয়সম্ভাষণে সম্ভাষিত হইলে অপ্রিয়-ভাষী লজ্জায় মরিয়া যায়।

***

প্রিয়-সম্ভাষণের উত্তরে যে অপ্রিয়ভাষা প্রয়োগ করে, তাহার ব্যবস্থা চাবুক। "মূর্থস্য লাঠ্যৌষধং"।

***

বিদ্বান্ ও ধনবানে কিছুতেই তুলনা হয় না। ধনবান্ আপন গৃহে আপনার লোকলস্করের নিকট "হজুর—মহারাজ"; কিন্তু বিদ্বানের আদর কি দেশ, কি বিদেশ, সর্ব্বত্রই সমান।

***

বিদ্বান্ ও জ্ঞানবান্ জগতের হিতে আত্মোৎসর্গ করিতে পারে, কিন্তু ধনবান্ আপনার সুখশান্তি ভিন্ন আর কিছুই বুঝিতে চাহে না। স্বার্থত্যাগটা তাহার প্রকৃতিতে নাই।

***

"ঘা" না খাইলে লোকের চৈতন্য হয় না। "ঘা" খাইয়াও যাহাদের চৈতন্য না হয়, তাহাদের জন্ম মার্জ্জার-অংশে।

***

ধনবান্ সহজে পরের অর্থকষ্ট বুঝিতে চাহে না,—কারণ তাহাদের আপনাদের অর্থকষ্ট নাই।

***

যাহারা মহত্ত্বের উচ্চ-শিখরে উঠে, তাহাদের জন্ম প্রায়ই পর্ণকুটীরে।

***

ভগবানের রাজ্যে পরীক্ষোত্তীর্ণ হইতে পারিলে সুখের আর সীমা থাকে না।

***

শত সহস্র অধম পুত্রাপেক্ষা একমাত্র উত্তম পুত্র প্রার্থনীয়। শত অধম পুত্র শত শত অকর্ম্ম করিয়া বংশধ্বংসের কারণ হয়; কিন্তু এক উত্তম

পুত্র, শিবরাত্রির সলিতা হইয়া, বংশের পিণ্ডলোপ যাহাতে না হয়, বংশের খ্যাতি-প্রতিপত্তি যাহাতে বৃদ্ধি পায়, তাহার চেষ্টা করে—সফলও হয়।

***

একের কথা অন্যকে বলিও না। তাহাতে বন্ধু-বিচ্ছেদ—আত্মীয়তা-বর্জ্জন অবশ্যম্ভাবী।

***

তিলকে তাল করিবার চেষ্টা করিতে নাই। "তিল" কখনও "তাল" হইতে পারে না। চাঁচিয়া ছুলিয়া বাদ দিলে "তাল" বরং "তিল" হইতে পারে। সে তিলে অবশ্য তিলের কার্য্য সম্পন্ন হয় না।

***

উপকারকের উপকার বিস্মৃত হইতে নাই—তাহা হইলে ইহলোকে ও পরলোকে সুখী হইতে পারিবে না। কৃতঘ্নের কি মনের সুখ সম্ভব?

***

যে কৃতঘ্ন, সে পিতৃ-মাতৃ-হন্তারক হইতেও পশ্চাৎপদ হয় না। কারণ, সে আপনাকে ভিন্ন আর কাহাকেও বড় একটা চিনে না।

***

শারীরিক পরিশ্রমেই হউক, আর অর্থ-সাহায্যেই হউক, সাহায্যার্থীকে সাহায্য করা আবশ্যক। যে কিছুই করিতে পারিবে না, সে "আহা" বলিলেও তাহার অনেকটা করা হয়। সহানুভূতি পাইলে দুঃখীর দুঃখ অনেকটা লাঘব হয়।

***

তুমি যদি কাহারও নিকট সহানুভূতি পাইবার প্রত্যাশা রাখ, তাহা হইলে অপরের প্রতি সহানুভূতি প্রকাশ কর। অন্যথা সময়াসময়ে সহানুভূতি পাইবে না।

***

যাহার কিছু উপকার করিবে, প্রাণান্তেও তাহাকে কখনও অবজ্ঞার চক্ষে দেখিও না। তাহা করিলে, উপকৃতের অবজ্ঞা হইতে তুমিও নিস্তার পাইবে না।

***

কাহারও নিন্দা, কাহারও অবজ্ঞা কাণে তুলিতে নাই। পরের রং-দেওয়া কথায় কর্ণপাত করিলে লাভ ত নাইই—বরং ক্ষতি যথেষ্ট। সংসারের সকল কথা কাণে তুলিলে আর সংসার করা চলে না।

***

এক এক জনের স্বভাব আছে, একজনের বিরুদ্ধে পাঁচ কথা বলিয়া অন্য একজনের "কাণভারী" করিয়া দেয়। প্রত্যক্ষে কোনও কথা শ্রবণ না করিয়া যে এক জনের বিরুদ্ধে কোনও অভিমত প্রকাশ করে, সে নিশ্চয়ই বুদ্ধিমান্ নহে—অনেক স্থলেই ঘটনাচক্রে পড়িয়া তাহাকে অপ্রতিভ অসম্মানিত হইতে হয়। সে স্বভাব একবারেই পরিত্যাজ্য।

***

প্রিয়জনকে চ'খের আড়াল করিও না। চ'খের আড়াল হইলেই অনেক সময়ে "মনের আড়াল" পড়ে।

***

"মজা" দেখিবার জন্য প্রিয়জনের হৃদয়ে আঘাত করিও না। সে হৃদয় ভাঙ্গিয়া পড়িলে, আর বড় জোড়া লাগে না।

***

কেহ ভালবাসে কি না তাহার পরীক্ষা-গ্রহণের জন্য তুমি পরীক্ষকের আসনে উপবিষ্ট হইও না। তাহা করিলে পরীক্ষকের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, পরীক্ষার্থীরও হৃদয় বিরক্তিতে পূর্ণ হয়।

***

কাহাকেও ভালবাসিয়া ভালবাসার "খোঁটা" দিতে নাই। তাহা দিলে উভয়ের মধ্যে ভালবাসা ঘৃণায় পরিণত হয়।

***

জোর করিয়া কাহারও ভালবাসা পাওয়া যায় না, আর জোর করিয়া কাহাকেও ভালবাসা যায় না। ভালবাসিতে হইলে ও ভালবাসা পাইতে হইলে ভালই বাসিতে হয়।

***

"ঠেঙ্গা-বাড়ি" মারিয়া কখনও কাহাকেও সংশিক্ষা দেওয়া যায় না। সংশিক্ষা দিতে হইলে, শিক্ষককে অতি-সৎ হইতে হয়।

***

দুষ্ট বালককে নির্দ্দয়রূপে প্রহার করিলে, তাহার দুষ্টামি ঘুচে না। মিষ্টকথায় তুষ্ট করিয়া দুষ্টকে শিষ্ট শান্ত করিবার চেষ্টা করিলে, সে চেষ্টা ব্যর্থ হয় না।

***

উপকার-লাভের প্রত্যাশায় কাহারও উপকার করিও না। তাহা করিলে, পরোপকার করিয়া যে আনন্দলাভ হয়, তাহা তোমার ভাগ্যে ঘটিবে না। প্রত্যুপকার না পাইলে তুমি মর্ম্মব্যথায় ব্যথিত হইবে।

***

কাহারও উপকার করিয়া পরের নিকট বলিতে নাই। যাহার নিকট তাহা বলিবে, সে তোমায় দাম্ভিক মনে করিবে। যে উপকৃত—সে তাহা শ্রবণ করিলে দেবতার আসন হইতে তোমায় নামাইয়া দিবে।

***

উপকারক সাধারণের চক্ষে পুরুষ-সিংহ, উপকৃতের চক্ষে দেবতা

***

কাহারও নিকট কোনও উপকার পাইলে সে উপকার বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। বিস্মৃত হইলে আর কাহারও নিকট কোনও উপকার পাইবে না। কারণ তখন তুমি কৃতঘ্ন;—কৃতঘ্নকে কেহ বিশ্বাস করিতে চাহে না।

***

সামান্যরূপ উপকার পাইলেও সে উপকার মনে রাখা উচিত। তাহাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব, তাহাতেই মনুষ্যের গৌরব।

***

পরস্পর পরস্পরের উপকার করা সার্ব্বজনীন ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম পালন করিলে সমাজ রক্ষা পায়, সংসার সুখের হয়, জীবন-কুঞ্জে শান্তি-স্রোতস্বিনী প্রবাহিতা হয়।

***

কাহারও সহিত অপ্রণয় করিবার আবশ্যকতা নাই। যে তাহা করে সে ঠকিয়া যায়। যে তাহা না করে, সে প্রীতিরাজ্যে স্থান পায়।

***

কখন্ যে কাহার দ্বারা কি উপকার হয়, তাহা বলা যায় না। সেই জন্যই সংসারে সকলের সহিত প্রীতি সখ্য রাখিয়া চলাই সুবিবেচনার কার্য্য।

***

ক্রোধবশে কোনও কার্য্য করা উচিত নহে। ক্রোধের সময়ে একটা ভাল কাজ করিতে যাইলেও মন্দ হইয়া দাঁড়ায়।

***

ক্রোধ হইলে নির্জ্জনে অবস্থান করাই যুক্তিসঙ্গত। নির্জ্জনে ক্রোধবহ্নির তেজ হ্রাস হয়।

***

কাহারও অনিষ্ট-চিন্তা করিও না। পরের অনিষ্ট করিতে যাইলে আপনার অনিষ্ট অনিবার্য্য।

*
* *

সত্যকথা বলা ভাল, কিন্তু অপ্রিয়-সত্য ভাল নহে; তাহাতে শত্রু-সংখ্যা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়।

*
* *

কাহাকেও উপদেশ দিতে হইলে, প্রথমে আপনাকে উপদেশ মানিয়া চলিতে হইবে। নহিলে তোমার উপদেশে কেহ কর্ণপাত করিবে না।

*
* *

অর্থোপার্জ্জন কিম্বা যশোপার্জ্জনের আশায় কখনও গুরুপদ গ্রহণ করিও না। তাহা হইলে লোকচক্ষে তুমি অচিরে লঘু হইয়া পড়িবে।

*
* *

প্রিয়জনকে কর্ত্তব্যবান্ দেখিবার ইচ্ছা থাকিলে আপনি কর্ত্তব্যবান্ হইবে। ফাঁকা-কথায় কর্ত্তব্যশিক্ষা দিতে অগ্রসর হইলে, শিক্ষা-প্রদানের ফল হয় না, ববং শিক্ষককে অপ্রতিভ হইতে হয়।

*
* *

প্রাণে এক কথা, মুখে এক কথা রাখিও না। প্রাণের ও মনের কথা চ'খে ফুটিয়া উঠে। সে ভাব চাপিতে যাইলে, চাপিতে পারিবে না—লাভের মধ্যে লোকে তোমায় ভণ্ড বলিবে।

*
* *

কীর্ত্তি কেমন?—"কীর্ত্তিশ্চন্দ্রকরীন্দ্রকুন্দকুমুদক্ষীরোদনিরুপমা।" তাহাতে বিন্দুমাত্র কলঙ্ক পড়িলে, তাহা সুস্পষ্ট হয়। যাহাতে কীর্ত্তির উপরে কলঙ্ক-বিন্দু না পড়ে—সে বিষয়ে কীর্ত্তিবানের যথেষ্ট লক্ষ্য রাখা একান্ত বিধেয়।

*
* *

মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে মানবের ধন-জন-যৌবন প্রভৃতি সমস্তই নষ্ট হয়;—থাকে কেবল ধর্ম্ম ও কীর্ত্তি,—তাহা অবিনশ্বর।

***

কীর্ত্তিলাভের লোভে লোকে অনেক সময়ে অকীর্ত্তি করিয়া ফেলে। অবোধ বুঝিতে পারে না—কীর্ত্তি খেয়ালের সামগ্রী নহে,—কীর্ত্তি সাধনার।

***

যাহাকে তুমি রক্ষা করিবে, সেই তোমায় রক্ষা করিবে। হয়ত "রক্ষিতের" রক্ষাতেই তুমি এক দিন জীবন-সঙ্কটে পরিত্রাণ পাইবে। অতএব "রক্ষায়" লাভ ভিন্ন ক্ষতি নাই।

***

আশ্রিত-রক্ষণ পরম ধর্ম্ম। তাহা তোমার স্রষ্টার নিয়ম। সে নিয়ম লঙ্ঘন করিলে মহাপাপ।

***

যে অর্থের সদ্ব্যবহার নাই, সে অর্থ অর্থই নহে। অর্থের অসদ্ব্যবহার হইলে তাহা অনর্থের কারণ হয়। অর্থ লোহার সিন্দুকে তুলিয়া রাখিলে তাহা লোষ্ট্রবৎ। তেমন অর্থের আবশ্যকতা কি?

***

যাহারা কদন্নে, অনশনে, অনিদ্রায় পরের সর্ব্বনাশ করিয়া প্রচুর অর্থ সংগ্রহপূর্ব্বক মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা ধনের দ্বারে দ্বারবান্। দ্বারবান্ ভাণ্ডার রক্ষা করিয়া চলিয়া যায়; ভাগ্যবান প্রভু আসিয়া সে অর্থে "ছিনিমিনি" খেলে, আর মর্ম্মাহত দ্বারবান পরলোকে বসিয়া অনুতাপ করিতে থাকে। ইহাই তাহাদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত।

***

যথায় মুস্কিল তথায় আসান,—ইহা প্রকৃতির নিয়ম। ভগবান, মুস্কিল-আসানের বন্দোবস্ত করিয়া তবে মুস্কিলের সৃষ্টি করিয়াছেন। মুস্কিল—পরীক্ষা ; আসান—সিদ্ধি।

***

আত্মীয়স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবকে কখনও ঋণজালে আবদ্ধ করিও না। ঋণদান কিম্বা ঋণগ্রহণে আত্মীয়তা-বর্জ্জন অনিবার্য্য।

***

যাহার সহিত বন্ধুত্ব করিতে কিংবা আত্মীয়তা রাখিতে তোমার ইচ্ছা নাই, তাহাকে কিছু ঋণদান করিও। ঋণের জ্বালায় সে আপনি পলায়ন করিবে।

***

স্নেহের পাত্রকে যদি কখনও অর্থ-সাহায্য করিতে হয়, সে অর্থের প্রত্যাশা না রাখিয়া তাহা দান করিবে ; নতুবা স্নেহ-সুখে বঞ্চিত হইবে।

***

সকলের কথা শুনিবার জন্য তোমার কর্ণ-দ্বার উন্মুক্ত রাখিবে। কিন্তু কাহারও প্রতি কখনও জিহ্বা-অস্ত্র প্রয়োগ করিও না। অস্ত্রাঘাতের পরিবর্ত্তে তুমিও যে অস্ত্রাঘাত না পাইবে, তাহারই বা প্রমাণ কি ?

***

অস্ত্রাঘাত করিতে যাইলেই অস্ত্রাঘাত পাইতে হয়। যাহারা অস্ত্র-চালনা করে, তাহাদের শরীর অক্ষত নহে।

***

ভয় যতক্ষণ না আসে, ততক্ষণই ভয়ের কারণ। ভয় সম্মুখস্থ হইলে আর তেমন ভয় থাকে না। তখন বরং জীব দুঃসাহসিক হইয়া পড়ে।

***

স্নেহ হইতে জ্ঞান জন্মে, জ্ঞান হইতে প্রেম জন্মে, প্রেম হইতে ভক্তি জন্মে। ভক্তিবান হইতে হইলে প্রথমে স্নেহবান হইতে হয়।

***

পত্নী-প্রেম ও পুত্র-স্নেহ হইতে বিশ্ব-প্রেম জন্মে। পত্নী ও পুত্রের প্রতি ভালবাসাই বিশ্বপ্রেমের সোপান।

***

ভালবাসায় বিচার নাই, ছোট বড় নাই, জাতিভেদ নাই। ভাল-বাসাটা জগন্নাথক্ষেত্র।

***

ভালবাসা পাইতে হইলে ভালবাসিতে হয়। না ভালবাসিয়া ভালবাসা পাওয়া যায় না।

***

যে প্রেমিক, সে নির্ব্বিকার ; যে অপ্রেমিক, তাহারই কাছে যত ভালবাসার বিচার!

***

সাধারণ লোকের ভগবান বুঝা অনেকটা অন্ধের হস্তী দেখার মত। হস্তীর যে অংশ স্পর্শ করিয়া যে অন্ধ যে ভাবের অনুভূতি করে, সে অন্ধ সেই অংশটাকেই হস্তী বলিয়া মনে করে। কোনও অন্ধের নিকট হস্তী কুলাবিশেষ—সে হস্তীর কর্ণস্পর্শ করিয়াছিল। কেহ বলে হস্তী স্তম্ভাকৃতি ; সে হস্তী-পদ স্পর্শ করিয়াছিল ; ইত্যাদি, ইত্যাদি। সেই রূপ, যে ভগবানের যেরূপ বিভুতি দেখে, ভগবানকে সে সেইরূপই মনে করিয়া লয়।

***

চীৎকার করিলেই ভগবান-লাভ হয় না। ভগবানকে পাইতে হইলে সাধনার আবশ্যক। সাধনা অর্থে ভগবৎ-চিন্তা। ডাকার মত না

ডাকিলে পিতা মাতা ভ্রাতা ভগ্নীই সাড়া দেন না—ভগবান্ ত দূরের কথা।

***

ঈশ্বরের উপরেও ঈশ্বর আছেন। তিনি মহেশ্বর—স্বয়ম্ভূ। তিনি একাধারে পুরুষ ও প্রকৃতি। পুরুষ-প্রকৃতি বুঝিতে যাইয়া লোকে নাস্তিক হইয়া পড়ে।

***

কোনও বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে, নাস্তিক-ভাব আসিতে পারে না আস্তিকতা না থাকিলে নাস্তিকতা আসিবে কিরূপে?

***

একটা স্থানে পৌঁছাইবার নিমিত্ত যেমন দশটা পথ থাকে, ভগবানের নিকট পৌঁছাইবার জন্য তেমনি অগণ্য পথ আছে। যে যে পথেই যাউক, শেষে কিন্তু সকলেই এক স্থানে পৌঁছাইবে। পথ লইয়া বাদ বিসম্বাদ করা উচিত নহে।

***

সরল মনে, সরল পথে চলিলে, তাহার আর ভয়ের কারণ নাই। কুটিল কুপথে চলিলেই বিপদের আশঙ্কা। কুটিল-পথ অনেক সময়ে কুটিল স্থানে লইয়া যায়। সে স্থান শ্বাপদসঙ্কুল হইলে পথিকের আর বিপদের সীমা থাকে না।

***

প্রাণভরা হাসি হাসিতে পারিলে, লোকের পরমায়ু বৃদ্ধি হয়। বিষাদ-ঘনান্ধকারে লোকে নিস্তেজ নির্জ্জীব হইয়া থাকে। তাহা অনেক সময়ে অকালমৃত্যুর কারণ হয়।

***

দুঃখ হইলে প্রিয়জনের নিকট দুঃখ প্রকাশ করিয়া ফেলিবে। মনের দুঃখ মনে চাপিয়া রাখিলে দুঃখের আর অবধি থাকে না।

***

জীব যদি মায়া হইতে মুক্ত হইতে পারে, তাহা হইলে তাহার নশ্বরত্ব আর থাকিবে না। তখন সে অবিনশ্বর।

***

ভালবাসা যখন প্রগাঢ় হয়, তখন তাহার নাম ভক্তি। ভক্তিই মুক্তির উপায়।

***

"সংসার আমার," "আমি সংসারের"—জীবের যখন এ বিশ্বাস জন্মে, জীব তখন শিবময় হইয়া যায়।

***

"সু" ও "কু" দুইটাই তোমার দাসানুদাস। কিন্তু তাহাদের উপর প্রভুত্ব করিতে হইলে তোমাকে "সু" ও "কু"এর অতীত হইতে হইবে। নহিলে তুমি প্রভু হইতে পারিবে না—আর তাহারাও তোমার নিকট দাসত্ব স্বীকার করিবে না। বরং "দাসই" তোমার উপর প্রভুত্ব করিবে।

***

পশু আপনার উন্নতি চাহে না—সে আহার পাইলেই সুখী। মানুষ কিন্তু উন্নত হইতেই ক্রমাগত চেষ্টা করে। তাহারা কু-অভ্যাস ত্যাগ করিয়া "সু"এর দিকে ক্রমাগত আসিবার প্রয়াস পায়। দেবতা কিন্তু উন্নতি অবনতির অতীত। ভগবান্—সচ্চিদানন্দ।

***

ভগবানের সম্বন্ধে বৃথা তর্ক-বিতর্ক করিতে নাই। তর্কে ভগবান্ লাভ ঘটা দুর্ঘট—ভগবান্ লাভ হয় শুদ্ধা ভক্তিতে।

***

ভক্তি থাকুক আর নাই থাকুক, ভগবানের নাম গ্রহণ করিও। ভগবান্‌কে ডাকিতে ডাকিতেই ভক্তি আসে। সেই ভক্তিতেই মুক্তি।

***

ভগবান বিরাট—তুমি, আমি, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গিরি, নির্ঝরিণী, জলধি, চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি সকলই তাঁহার অংশ মাত্র। তাঁহাতেই উৎপত্তি—তাঁহাতেই সকলের বিলীন হইতে হয়।

***

সংসার আমাদের পক্ষে প্রবাস। কাজ সারা হইলেই আমরা সংসার হইতে চলিয়া যাই। সাংসারিক ভাষায় তাহারই নাম মৃত্যু।

***

আত্মীয়-স্বজনের মৃত্যু হইলে লোকে কাঁদে;—মৃতের জন্য নহে, স্বার্থপরতায়—বিরহ-ভয়ে। যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে দেখিতে না পাইলে, তাহার সহিত কথা কহিতে না পাইলে—কাঁদে, দুঃখ করে, বুক চাপ্‌ড়ায়, চুল ছিঁড়ে। কেন?—আত্মতৃপ্তির জন্য। আত্মতৃপ্তি, আত্ম-সুখবোধ, স্বার্থপরতা নহে ত কি?

***

যাহাকে সাহায্য করিতে কেহ নাই, ভগবান্ তাহার সহায়। কেহ একা থাকিলেই, ভগবান্ তাহার দোসর হন—ভগবান বন্ধু হন। তখন ভক্ত বলে—

একা আমি নহি আর, বন্ধু তুমি নারায়ণ,
তুমি যা'র আপনার, দুঃখ তা'র উদ্যাপন।

***

ভগবানের রাজ্যে নিরম্বু উপবাস বড় কাহাকেও করিতে হয় না। যদি কাহারও সেদিন আসে, তবে বুঝিতে হইবে, মৃত্যু-পথের পথিক হইতে তাহার আর অধিক বিলম্ব নাই। মহাপাপীকে মহাকষ্ট দিয়া

ভগবান্ তাহাকে পাপ-পথ হইতে নিবৃত্ত করেন। সেই জন্যই হয়ত মহাপাপীর ভাগ্যে অনশনে মৃত্যুর ব্যবস্থা। মৃত্যু ভিন্ন সে ক্ষেত্রে অন্য কোনও উপায়ে পাপীর পাপ দমন করা যায় না।

***

আমীর ও ফকির দুইই সমান। তাহারা খেয়ালের বশে কার্য্য করে শিশু—আমীর ও ফকীরের উপরে। শিশু—ভগবান্।

***

শিশুকে প্রহার করিতে নাই—সে প্রহার ভগবানকেই করা হয়।

***

কাহারও প্রশংসায় আত্মবিস্মৃত হইওনা। কেহ প্রশংসা করে—স্বার্থে; কেহবা করে স্নেহে, মমতায়, ভালবাসায়; আর কেহবা করে ভয়ে। সে প্রশংসায় আত্মবিস্মৃত হইলে তোমার কার্য্যহানি হইবে।

***

যে প্রশংসা "উদাসীনের" মুখ হইতে নিঃসৃত হয়, সেই প্রশংসাই প্রশংসা।

***

"ভূতুড়ে" সাধুকে বিশ্বাস করিও না। সে খেয়ালী; খেয়ালের বশে সে তোমার ইষ্টও করিতে পারে, অনিষ্টও করিতে পারে।

***

ঘরের নিন্দা বাহিরে প্রকাশ করিয়া লাভ নাই—বরং ক্ষতি। ঘরের কথা "পরে" জানিতে পারিলে "পরে" মনে মনে হাসিবে; শত্রু শত্রুতা-সাধনের সুবিধা পাইবে।

***

অসুবিধা বুঝিলে কিল খাইয়া কিল চুরী করিও। সুবিধা বুঝিলে কিলের পরিবর্ত্তে কিল চালাইও

***

যে কার্য্য করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছ, তাহা সম্পাদনের পূর্ব্বে “পাঁচ-কাণ” করিও না—সমস্ত পণ্ড হইবে।

***

পরের সর্ব্বনাশ করিয়া কেহ কখনও সুখী হয় নাই, হইতেও পারে না। বিবেকের কশাঘাতে জর্জ্জরিত হইলে কে সুখী হইতে পারে ?

***

মহতের পতন দেখিয়া হাসিও না। তাহাতে তোমারই নিন্দা হইবে।

***

সূর্য্যদেব রাহুগ্রাসে পতিত হইয়াও মুক্তিলাভ করেন; মহতের মুক্তিলাভ অবশ্যম্ভাবী।

***

লোভ দেখাইয়া, ভয় দেখাইয়া, সাধকের সাধন-পথে বিঘ্ন প্রদান করিও না। “সাধনার ধন” তাহাতে অসন্তুষ্ট হন।

***

কেহ তোমার নিন্দা করিলে, তুমি তাহার প্রশংসা করিও। নিন্দুক লজ্জায় মরিয়া যাইবে।

***

মহতের মহত্ত্ব উপলব্ধি করিবার চেষ্টা করিও—তুমিও কালে মহৎ হইবে।

***

কাহারও সহিত “মুখ-বাঁকাবাঁকি” করিও না। মুখ-“বাঁকাবাঁকিতে” সুখ নাই। সুখ আছে—বিমল হাসিতে; শান্তি আছে—পরের আত্মীয়তায়।

***

দেবতাকে তুষ্ট করিতে হইলে দেবতার আরাধনা করিতে হয়; রাজার তুষ্টি-সাধনার্থ প্রজাকে রাজভক্ত হইতে হয়; পিতামাতার তুষ্টির জন্য পুত্রকে আজ্ঞাবাহী হইতে হয়; পত্নীর তুষ্টি-বিধানার্থ পতিকে প্রেম-পাশে বদ্ধ হইতে হয়; পুত্র-প্রীতিকল্পে পিতাকে স্নেহপরায়ণ হইতে হয়; বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজনকে তুষ্ট করিতে হইলে, মানুষকে অমায়িক হইতে হয়। তবে মানব—দীন দরিদ্র আতুরের সেবায়, তাহাদের প্রীত্যর্থে মুক্তহস্ত না হইবে কেন?

***

অর্থ তোমারও নহে, আমারও নহে; পণ্ডিতেরও নহে, মূর্খের নহে; সুবোধেরও নহে, অবোধেরও নহে। অর্থ যখন যাহার, তখন তাহার। যাহা তোমারও নহে, আমারও নহে, তাহার জন্য ব্যাকুল হইব কেন? আর সে ব্যাকুলতাতেই বা লাভ কি? অর্থ যখন যাইবার, তখন যাইবে; যখন আসিবার, তখন আসিবে। কেহই তাহার প্রতিরোধ করিতে পারিবে না। তবে "অর্থ—অর্থ" করিয়া অনর্থ বাধান কেন।

***

লক্ষ্মী কখন্ কাহার গৃহে কিরূপে আসেন, তাহা বুঝিতে পারা যায় না; কখন্ কাহার গৃহ হইতে কিরূপে চলিয়া যান, তাহাও বুঝিতে পারা যায় না। ডাবের জলের মত তাঁহার আগমন, হস্তির কথ্‌বেল ভক্ষণের মত তাঁহার গমন।

***

টাকার পক্ষ আছে, টাকাতে দাহ্য পদার্থও আছে; সেই জন্য টাকা উড়িয়াও যায়, পুড়িয়াও যায়। টাকা আবার মানবকে উড়াইয়াও দেয়, পুড়াইয়াও মারে।

***

ট্যাঁকে টাকা থাকিলে, অহঙ্কারে লোকে ধরাটাকে সরা দেখে টাকা ফুরাইলেই মাটীর মানুষ মাটী হইয়া যায়।

*
* *

যাহার ভাত আছে, তাহার জাত আছে। যাহার টাকা নাই তাহার কিছুই নাই। ইহা সংসারের কুশিক্ষা। এরূপ শিক্ষালাভে যত্নবান হইও না।

*
* *

টাকা থাকিলে "ছোট"ও "বড়" হয়। টাকা না থাকিলে "বড়"ও "ছোট" হইয়া যায়। ইহাও কুশিক্ষা।

*
* *

যাহার যথেষ্ট অর্থ আছে, সে পরের দুঃখ-কষ্ট বুঝিতে চাহে না। কারণ, জীবনে সে কখনও অর্থকষ্ট ভোগ করে নাই। ভুক্তভোগী না হইলে দুঃখীর দুঃখ বুঝে কে?

*
* *

জগতে দুঃখ-কষ্টহীন মনুষ্য বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না যদি কাহারও কোন দুঃখ না থাকে, তবে তিনি দেবতা।

*
* *

যাহার ভাগ্য যত দিন সুপ্রসন্ন, সে তত দিন বুদ্ধিমান বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত হয়। ভাগ্যের বিপর্য্যয় ঘটিলে, সে পরিচয়ে আর কাহারও অধিকার থাকে না। তখন সে মূর্খ, নির্ব্বোধ,—অন্ততঃ অনেকের চক্ষে।

*
* *

লক্ষ্মী-শ্রী হারাইলে কোনও আত্মীয়-স্বজন বা বন্ধু-বান্ধবের নিকট কৃপা-ভিক্ষা করিতে নাই। তেমন অবস্থায় কৃপালাভ প্রায় কাহারও ভাগ্যে

ঘটে না। আর যদিও বা কেহ কৃপা-বিন্দু বর্ষণ করে, তাহা অনিচ্ছায়—মুখ বাঁকাইয়া।

***

মানুষের স্বভাব, অভাবেই নষ্ট হয়। যে স্থানে অভাব, সেই স্থানেই গোলযোগ। যেখানে অভাব নাই, সেখানে গোলযোগও নাই। অভাব-গ্রস্ত লোককে সমাজ গ্রাহ্য করে না। অভাবগ্রস্ত লোকের উচিত—সমাজ হইতে দূরে অবস্থান করা।

***

দারিদ্র-দোষে সমস্ত গুণরাশি নষ্ট হয়। কবি বলিয়া গিয়াছেন—"দারিদ্রদোষো গুণরাশিনাশি"। "গুণরাশি হরেৎ" এমন পাঠও দৃষ্ট হয়।

***

স্ত্রীলোকের বশীভূত হইতে নাই। তা হইলে পুত্রও "পর" হইয়া যায়। অন্য পরে কা কথা।

***

যে গৃহে মাতা, কন্যাকে "ঘর-ভাঙ্গাভাঙ্গি" শিখায়, সে গৃহ হইতে কন্যা আনিতে নাই। সে গৃহের কন্যা যে গৃহে যাইবে, সে গৃহ, শীঘ্রই হউক আর বিলম্বেই হউক নিশ্চয়ই ভাঙ্গিয়া পড়িবে।

***

পুত্রকন্যার বিবাহ দিবার পূর্ব্বে জানিতে হয়, ভবিষ্যৎ কুটুম্বের গৃহে পিতৃপুরুষানুক্রমে কোনও ব্যাধি আছে কি না। তাহা না জানিয়া বিবাহ দিলে চিরদিন দম্পতীকে কষ্ট পাইতে হইবে—দম্পতীর আত্মীয়-স্বজনও সে কষ্ট হইতে পরিত্রাণ পাইবে না।

***

যে শ্বশুর কখনও "জামাই-আদর" পায় নাই, সে শ্বশুর কখনও "জামাই-আদর" করিতেও জানে না। তাহার নিকট সে আদর প্রত্যাশা করা বৃথা।

***

যে নীচ স্বার্থপর, সে আপনার পুত্র কন্যার সুখের প্রতিও লক্ষ্য করে না,—অন্যের সুখ দুঃখ সে বুঝিবে কেন?

***

আত্মীয়-স্বজন ও স্বদেশ ত্যাগ করিয়া পরের সহিত আত্মীয়তা করিতে নাই। "পর"—"পর" সদা; কখনও আত্মীয় হয় না—হইতেও পারে না।

***

যে তোমায় ভক্তি করে, শ্রদ্ধা করে, তুমি কখনও তাহার অনুগ্রহাকাঙ্ক্ষী হইও না। তাহা হইলে তুমি অনুগ্রাহকের অশ্রদ্ধনীয় হইবে।

***

যে তোমাকে প্রাণের সহিত ভালবাসে, তাহারও অনুগ্রহ ভিক্ষা করিও না। সে তোমায় অবস্থা বুঝিয়া স্বয়ংই তাহার ব্যবস্থা করিবে। মুখ ফুটিয়া অনুগ্রহ ভিক্ষা করিলেই মানুষের মন "ছোট" হইয়া যায়।

***

যাহার যেমন সাধনা, তাহার তেমনই সিদ্ধি। যাহার সাধনা নাই, তাহার সিদ্ধিও নাই।

***

তুমি "বড়" হইতে চাও, বড় হইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা কর। একদিন বড় হইবে। পরকে বড় দেখিয়া হিংসা করিলে চলিবে কেন? তাহাতে লাভই বা কি? বরং অলাভ।

***

স্পষ্টকথা বলিতে ভয় পাইও না। মনে কাঁটা-খোঁচা না রাখিয়া যে স্পষ্ট কথা বলিতে পাবে, তাহার কথার মূল্য আছে। এমন লোকের দ্বারাই সমাজ সুশাসিত হয়।

***

যে তোমায় যত ঘৃণা করে, যে তোমার যত অনিষ্ট চিন্তা করে, যে তোমার উপর যত রাগ করে, তুমি তাহার তত মঙ্গল-বিধানের চেষ্টা করিও। সে তোমায় একদিন না একদিন পূজা করিবে, আর সেই পূজা দেখিয়া জগৎ বিস্মিত হইবে।

***

দায়িত্ব স্কন্ধে লইলে, মাঝ-রাস্তায় তাহা নামাইও না। উপযুক্ত স্থানে দায়িত্ব-ভার স্কন্ধ হইতে নামাইয়া তবে অবসর গ্রহণ করিও। নতুবা তোমায় কেহ আর বিশ্বাস করিবে না। হয়, দায়িত্ব স্কন্ধে লইবে না, না হয় তাহা সম্পাদনে যত্নবান হইবে। এ পথে আর মাঝামাঝি বিচার কিছুই নাই।

***

মহৎ নহিলে দায়িত্ব-ভাব বহন করিতে পারে না। যে নীচ, সে দায়িত্বের বোঝা দেখিলেই ছুটিয়া পলায়ন করে।

***

যে অল্প বেতনে চাকুরী করিয়া অত্যধিক অর্থ উপার্জ্জন করে, সে নিশ্চয়ই সততার উপর নির্ভর করে না। সে সৎ বলিয়া পরিচয় দিলেও, তাহাকে অসৎ বলিয়াই জানিও।

***

অসতের উপকার কখনও করিও না। সে উপকার ভুলিয়া যায়;—অপকার করিতেই তাহার জন্ম।

***

মহাপুরুষ বলিয়াছেন—ব্রহ্মাণ্ডের যাবতীয় সৃষ্টপদার্থেই ভগবানের রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। সকলেই দেবতার অংশ। তাই বলিয়া ব্যাঘ্র-দেবতার নিকট যাইও না। যাইলেই বিপদ।

***

বিশ্বাসের মত বিশ্বাস থাকিলে ব্যাঘ্রের নিকটেও ভয় নাই। কিন্তু সে বিশ্বাস ত সকলের হয় না।

***

যাহারা মহাপুরুষের নিকট যাতায়াত করিয়াও ভক্ত হইতে পারে না, ঈশ্বরে আস্থাবান হইতে পারে না, তাহারা নিতান্তই দুর্ভাগ্য। তেমন দুর্ভাগাদের সহিত বাক্যালাপও রাখিতে নাই।

***

যে সত্য কহিলে কাহারও নিন্দা করা হয়, যে সত্য কথায় লোকে রুষ্ট হয়, তেমন সত্য কথা না কহাই একপ্রকার মঙ্গল। সেরূপ স্থলে চুপ করিয়া থাকাই বিবেচকের কার্য্য।

***

সত্য কথায় অনেকেই রুষ্ট হয়—তুষ্ট হন কেবল দেবতা

***

যাহারা হাসিতে জানে, হাসিতে পারে, হাসিতে চাহে, তাহাদের হাসি বন্ধ করিবার চেষ্টা করিও না। তাহাদের হাসি বন্ধ হইলে তাহারা মানব-সমাজের শত্রু হইয়া দাঁড়াইবে।

***

প্রাধান্য বিস্তার করিবার জন্য প্রধান বলিয়া কাহারও নিকট পরিচিত হইবার চেষ্টা করিও না। অপ্রধান হইয়া প্রধানের কার্য্য করিবার চেষ্টা করিও। তখন লোকে আপনা হইতেই তোমার প্রাধান্য স্বীকার করিবে।

***

অল্প-পরিচয়ে কাহারও সহিত ঘনিষ্ঠতা করিও না। সে আত্মীয়তায় অমৃত না উঠিয়া হলাহলই উঠিয়া থাকে।

****

স্তাবককে বিশ্বাস করিও না। সে প্রত্যক্ষে প্রিয়বাদী, পরোক্ষে কার্য্যহন্তারক।

****

যে তোমার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করে, তুমিও তাহার জন্য প্রাণ পর্য্যন্ত পণ করিও। তাহা করিলে পরস্পরের সম্বন্ধ অচ্ছেদ্য হইবে।

****

যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহার নিন্দা শুনিতে চাহে না। তেমন স্থলে নিন্দা-বাণ নিক্ষেপ করিলে সে বাণ ব্যর্থ হয়।

****

ভালবাসিয়া কাহারও নিকট ভালবাসার প্রতিদান চাহিও না। ভালবাসা পাইবার প্রত্যাশায় ভালবাসিলে, সে ভালবাসায় সুখ শান্তি পাওয়া যায় না। ভালবাসায় স্বার্থপরতার ছায়া থাকিলে, ভালবাসা কণ্টকিত হয়।

****

যে যাহাকে ভালবাসে, সে তাহাকে ভালবাসিবেই। সে ভালবাসার বন্ধন ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিও না। সে বন্ধন ছিন্ন হইবার নহে,—ছিন্ন করিবার চেষ্টা করিলে সে বন্ধন দৃঢ়তর হয়।

****

ভালবাসিতে হইলে ত্যাগস্বীকার করিতে হইবে। যে ত্যাগস্বীকার করিতে পারে না, সে ভালবাসিতেও পারে না।

****

ভালবাসায় পাত্রাপাত্র বিচার নাই। যথার্থ ভালবাসা জন্মিলে ব্রাহ্মণ ও চণ্ডালে প্রভেদ থাকে না। শ্রীরামচন্দ্র গুহককেও মিত্র বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন।

***

প্রেমের স্তর আছে। সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্তর—ভগবৎ-পদে আত্মসমর্পণ

***

পিতৃ-মাতৃ-ভক্তি, পুত্র-কন্যা-স্নেহ, বন্ধু-বান্ধব-প্রীতি, জায়ার প্রতি অনুরক্তি, প্রভৃতি প্রেমেরই স্তর। সেই প্রেম যখন বিশ্বপ্রেমে পরিণত হয়, তখন প্রেমিক—দেবতা।

***

ব্যাধির যেমন প্রতীকার করিতে হয়, ঋণেরও তেমনি প্রতীকার করিতে হয়। ঋণ ও ব্যাধি উভয়ই দুষ্ট। তাহাদেব অবজ্ঞা করিলেই তাহারা প্রাণহন্তা হয়।

***

যাহা এক কথায় মিটিয়া যায়, তাহাতে দুই কথা কহিবে না। কথা কহিলেই কথা বাড়িতে থাকে। কথা বাড়িলেই কার্য্যহানি হয়।

***

লোভ হইতেই পাপ আসে। পাপ আসিলে মৃত্যুই অনিবার্য্য সুতরাং লোভ অবশ্য পরিহার্য্য।

***

বিবেক যাহা করিতে বলে, তাহা করিও। বিবেক যাহাতে সম্মতি জ্ঞাপন না করে, তাহা করিও না। বিবেকের পরামর্শে চালিত হইলে, বিপদের আর বড় একটা ভয় থাকে না।

***

মনেই "কু", মনেই "সু"। "সু" ও "কু"য়ে অহোরহ যুদ্ধ চলে। সে যুদ্ধে "কু" জয়ী হইলে মানুষ "কু"ই হইয়া পড়ে; "সু" জয়ী হইলে মানব গৌরবমণ্ডিত হয়।

***

জীবন ক্ষণভঙ্গুর মনে করিলে সংসারে কাজ করিতে পারিবে না কার্য্যকালে মনে করিতে হইবে, জীবন অক্ষয়, অনন্ত।

***

কাহাকেও দয়া করিবার পূর্ব্বে জানিতে হইবে, গ্রহীতা দয়ার উপযুক্ত পাত্র কি না।

***

দেবদর্শনে আনন্দ ও পুণ্য আছে—রাজদর্শনেও তাহাই। হিন্দু সেইজন্য রাজাকে দেবতা বলিয়াই মনে করে, রাজাকে দেবতা বলিয়া স্বীকার করে, রাজাকে দেবতা বলিয়া পূজা করে।

***

পুত্রের যেমন পিতার কার্য্যের সমালোচনা করিতে নাই, প্রজারও তেমনি রাজার বিরুদ্ধে কোনও কথা কহিতে নাই। রাজাকে প্রসন্ন রাখিলে প্রজার শ্রীবৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী; রাজা ক্রোধান্বিত হইলে প্রজার দুর্দ্দশার আর সীমা থাকে না। মহাভারতের শান্তিপর্ব্বে একথা বিশদভাবে লিখিত আছে।

***

প্রজাকে রাজার রাজ্য-স্থায়িত্বের কামনা করিতে হয়। রাজ্য স্থায়িত্ব লাভ করিলে প্রজার সুখ সমৃদ্ধির আর সীমা থাকে না। অন্যথা প্রজাকেই দুঃখ অশান্তি ভোগ করিতে হয়।

***

রাজার কর্ত্তব্য প্রজারক্ষণ, প্রজাপালন ও প্রজারঞ্জন। সে কর্ত্তব্য

তিনি বিলক্ষণ বুঝেন, বুঝা উচিতও; না বুঝিলে, ভগবান তাঁহাকে নরবর করিবেন কেন?

***

যে রাজার শত্রু, সে প্রজারও শত্রু। সে শত্রুদমনে প্রজার সর্ব্বতোভাবে যত্নবান হওয়া উচিত।

***

প্রজামাত্রেরই কর্ত্তব্য—যাহাতে রাজার রাজ্যে শান্তিসুখ বিরাজ করে, তাহার দিকে দৃষ্টি রাখা। সকলের যদি সেদিকে দৃষ্টি থাকে, সেইদিকে লক্ষ্য থাকে, তবে রাজ্যমধ্যে শান্তি-তটিনা চির-প্রবাহিতা হয়। সে শান্তি-বারিতে রাজারও আনন্দ, প্রজারও আনন্দ। নিরানন্দ আর সে রাজ্যে স্থান পায় না।

***

রাজা স্বদেশেরই হউন, আর বিদেশেরই হউন, রাজা—রাজা। চূড়ামণি, ইন্দ্রধনু, আকাশ, সমুদ্র ও অগ্নির ন্যায় তিনি সর্ব্বদা সর্ব্বস্থানে ও সর্ব্বকালে প্রণম্য ও পূজার্হ। তাঁহাকে প্রণাম ও পূজা প্রজাকে করিতেই হইবে। একথা ভীষ্মদেব, যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন।

***

প্রজা-শক্তিই রাজার শক্তি। রাজশক্তি বলবতী করিতে হইলে, সকল প্রজাকে তাহার জন্য সম্যক্ যত্ন ও চেষ্টা করিতে হইবে।

***

রাজভক্তি যে হৃদয়ে স্থান পায় না, সে হৃদয়-ক্ষেত্র নিতান্তই ঊষর। সে হৃদয়ে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা, বাৎসল্য, করুণা প্রভৃতিরও স্থান হয় না। কারণ, রাজা যে একাধারে ন্যায় ও ধর্ম্ম। ধর্ম্মে যাহাদের আস্থা নাই, তাহারা প্রেম, প্রীতি, ভক্তি বা করুণা বুঝিবে কেমন করিয়া?

***

দেশ-হিতৈষিতা যাহাদের ধর্ম্ম, দেশের কার্য্যে প্রাণপাত করা যাহাদের কর্ম্ম, তাহাদেব উচিত—প্রত্যেক প্রজাকে রাজভক্ত হইতে সম্যক্ শিক্ষা-প্রদান করা। দেশের লোক রাজভক্ত হইলে, দেশহিতৈষীর অনেক পরিশ্রমের লাঘব হয়।

***

রাজভক্তি প্রজাব ধর্ম্ম। সে ধর্ম্ম প্রজাকে পালন করিতেই হইবে। যে তাহা না কবে, তাহার ইহকালেও সুখ নাই, পবকালেও শান্তি নাই। সে ইতঃভ্রষ্টস্ততোনষ্টঃ।

***

প্রজাব প্রতিও রাজাব কর্ত্তব্য যথেষ্ট আছে। কিন্তু রাজা তাহাতে বিমুখ হইলেও প্রজাব তাহাতে কোনও কথা কহাই উচিত নহে। ইহাই শাস্ত্রেব উপদেশ। রাজার কার্য্যের বিচারকর্ত্তা প্রজা নহে—ভগবান।

***

প্রজা যদি রাজাকে সুখী কবিতে সতত চেষ্টা কবে, রাজাও প্রজাব সুখ-সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিবার জন্য নানা উপায় উদ্ভাবন করেন। সহানুভূতি পাইতে হইলে, সহানুভূতি প্রকাশ করিতে হয়। বাক্‌বিতণ্ডায় সহানু-ভূতি প্রকাশ করা যায় না, সহানুভূতি লাভও ঘটিয়া উঠে না।

***

দেশের কল্যাণ "সাধিতে" হইলে, আপনাকে রাজভক্ত হইতে হইবে ও সন্তান-সন্ততিকে রাজভক্ত করিতে হইবে। যাহারা দেশের ভবিষ্যৎ আশা ও ভরসা, তাহাদের সুকোমল হৃদয়ে যদি রাজভক্তির বীজ উপ্ত কবা যায়, তাহা হইলে পরিণত বয়সে তাহা মহাদ্রুমে পরিণত হয়। সে দ্রুমের শীতল-ছায়ায় সমগ্র দেশ ও জনপদ চিরশান্তি উপভোগ করে।

***

ভগবানের দয়ায় সব হয়—অসম্ভবও সম্ভব হয়। টীকাকার শ্রীধর স্বামী লিখিয়াছেন,—

"মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুঃ লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ;
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবম্ ॥"

***

জীবকে প্রেমবান্ করিবার জন্য, মানুষকে নিষ্কাম ভালবাসা শিখাইবার জন্য প্রেমময় ভগবান্ অবতাররূপে আপনার বিস্ময়করী মূর্ত্তি প্রকাশ করেন। তখন ভগবান আপন-ভোলা।

***

যিনি ভূত অর্থাৎ প্রাণী সকলকে পালন করেন, প্রাণীগণের হিত-চিন্তায় অনুক্ষণ নিরত, তিনি ভগবান্। সেইজন্য ভগবানের সহস্র সহস্র নামের মধ্যে এক নাম "ভূতভাবন।"

***

ভগবানের শরণ লইলে মানুষ আর একা থাকে না ; মানুষের আর দুঃখ থাকে না,—তখন মানুষ আনন্দময়। যে একা, সে ভগবানের উদ্দেশে বলিতে পারে—

"শুনিয়াছি লোক-মুখে
একা যে পড়িয়া দুখে,
তোমার শরণ লয়, বন্ধু তুমি হও তা'র,
তবে ত আমার তুমি, একা আমি নহি আর।
একা আমি নহি আর, বন্ধু তুমি নারায়ণ,
তুমি যা'র আপনার দুঃখ তা'র উদ্‌যাপন।"

***

যেখানে জীব, সেইখানেই ভগবান্। Vox populi vox dei.

***

পুরুষ ও প্রকৃতি—পরমেশ্বর ও পরমেশ্বরী। প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ের অতীত হইলেও, তাঁহারা ভক্তের হৃদয়-মন্দিরে সর্ব্বদা বিরাজ করেন। ভক্তের ভাষায় বলিতে পারা যায়—

হৃদয়-রাসমন্দিরে দাঁড়া মা ত্রিভঙ্গ হ'য়ে,
হ'য়ে বাঁকা দে মা দেখা, শ্রীরাধারে বামে ল'য়ে।

***

ব্যাকুলতা আসিলে তবে ঈশ্বর-দর্শন হয়। ব্যাকুল না হইলে ঈশ্বর-সান্নিধ্যে যাইতে পারা যায় না।

***

ভগবানে সর্ব্বস্ব অর্পণ করিলে তবে ভগবান-লাভ হয়। সর্ব্বত্যাগী না হইলে সে বিরাট পুরুষকে ধরিতে পারা যায় না।

***

জ্ঞানীর চক্ষে সুখ ও দুঃখের প্রভেদ নাই; সুখও যাহা, দুঃখও তাহা। সুখেরও সত্ত্বা নাই, দুঃখেরও সত্ত্বা নাই। সুখ মনে করিলেই সুখ, দুঃখ মনে করিলেই দুঃখ।

***

যাহার প্রাণে শান্তি আছে, তাহার সব আছে। যাহার প্রাণ অশান্ত, তাহার সব থাকিতেও সে শব।

***

সুখের পশ্চাতে ধাবমান হইলে দুঃখই ভোগ করিতে হয়। সুখ-দুঃখে উদাসীন হইলে সুখ-সিন্ধু উথলিয়া উঠে।

***

যিনি মহৎ, যিনি উদার, পরার্থে যাঁহার আত্মা, মন ও দেহ নিয়োজিত, তিনি জগতের নমস্য, সর্ব্ব-দেবতার অতিশয় প্রিয়। তাঁহাকে

কেহ যদি অপমানিত করে, সে অবমাননা অপমানকারীর,—অবমানিতের নহে।

***

পরের উপকার করিতে হইলে আপনার স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে চলিবে না। স্বার্থত্যাগী না হইলে পরার্থে আপনাকে নিযুক্ত করিতে পারা যায় না।

***

ক্ষুধা পাইলে যেমন খাইতে হয়, অবসাদ আসিলে যেমন বিশ্রাম গ্রহণ করিতে হয়, হাসি পাইলে তেমনি হাসিতে হয়, "কান্না" পাইলে তেমনি কাঁদিতে হয়। যিনি সে হাসি, সে কান্না চাপিয়া রাখিতে পারেন, তিনি হয় উন্মাদ, না হয় ভণ্ড, না হয় যোগী।

***

যাহারা পরশ্রীকাতর, পরান্নভোজী, পরপীড়ক, পরদারানুরত, পরনিন্দুক, তাহাদের সম্পর্কে থাকিতে নাই। তাহাদের স্পর্শে, তাহাদের সহিত আত্মীয়তায়, তাহাদের সহিত বাক্যালাপে "সু"ও "কু" হইয়া যায়। এইজন্যই তাহারা পরিহর্ত্তব্য।

***

অর্থবলে যাহারা পাপাচার করে, অর্থ হারাইলেই তাহাদের পাপাচার বন্ধ হয়। পশু-প্রবৃত্তিতে যাহারা পাপানুষ্ঠান করে, জীবন হারাইতে বসিয়াও তাহাদের প্রবৃত্তির নিবৃত্তি হয় না।

***

দুর্ভিক্ষে, অন্নসঙ্কটে, রাজদ্বারে, রাষ্ট্রবিপ্লবে ও শ্মশানে যে বন্ধু বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করে, সেই বন্ধুই বন্ধু—নতুবা তাহারা "বন্ধুর"। এণ্টনি বিপক্ষদলের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সগর্ব্বে বলিয়াছিলেন,—

"Friends, Romans, Countrymen lend me your ears ;
I come to bury Caesar not to praise him."

***

বৃদ্ধের পক্ষে তরুণী ভার্য্যা শান্তিদায়িনী নহে। বৃদ্ধাবস্থায় বিপত্নীক হইলে, দ্বিতীয়বার দার-পরিগ্রহ করিতে নাই।

***

যাহারা নবীন বয়সে অপুত্রক থাকিয়া প্রবীণ বয়সে পুত্রের মুখচন্দ্র নিরীক্ষণ করে, তাহাদের প্রকৃতি কঠোর হইলেও কোমল হইয়া পড়ে। তাহাও যাহাদের না হয়, তাহাদের মনুষ্যত্ব নাই।

***

পুত্রের পিতা না হইলে, পুত্র-স্নেহ যে কি পদার্থ তাহা বুঝিতে পারা যায় না। অপুত্রক পুত্র-স্নেহ বুঝিবে কিরূপে ?

***

অবিবাহিত অবস্থায় মানব যতটা স্বার্থপর থাকে, বিবাহের পরে আর ততটা স্বার্থপর থাকে না। কারণ, তখন সুখশান্তিটা দম্পতীর মধ্যে বিভক্ত হইয়া যায়। সন্তানের মুখ দেখিলে মানব আপনার সুখের দিকে আর কিছুই লক্ষ্য রাখে না। তখন সন্তানের সুখোৎপাদনে জনক-জননী সর্ব্বদাই ব্যস্ত। সেই ব্যস্ততা হইতেই বিশ্বপ্রেমের উৎপত্তি।

***

সকলেই যদি স্বার্থপর হয়, তাহা হইলে আর সমাজ রক্ষা হয় না। সকলে স্বার্থপর নহে বলিয়াই সমাজবন্ধন দৃঢ়ীভূত হয়।

***

যে আপনার সন্তানটাকে আদর করে, যত্ন করে, আর পরের সন্তানকে "দূর্—ছাই" করে—তাহাকে পশুশ্রেণীর মধ্যে স্থান দেওয়াই

উচিত। সন্তানমাত্রেই আদরণীয়। তাহার মধ্যে আবার "তোমার আমার" কি?

***

পিতার মৃত্যুকালীন ইচ্ছা যে সন্তান পূর্ণ করে না, সে আবার সন্তান কিসের? সে ত কুলাঙ্গার।

***

যে পুত্র পিতাকেও প্রতারিত করে, তাহার সমাজে স্থান পাওয়া উচিত নহে। সমাজের উচিত, তাহার প্রতি কঠোর শাসন বিধান করা।

***

যে নারী শ্বশুর, শ্বশ্রুঠাকুরাণী প্রভৃতির মনক্ষুণ্ণের কারণ হয়, তাহাকে শেষজীবনে বহু মনকষ্টই পাইতে হয়। ইহা স্বভাবের নিয়ম।

***

ভ্রাতৃস্নেহ বিচ্ছিন্ন করা অন্যের সাধ্যায়ত্ত নহে। যদি কেহ তাহা করিতে পারে—তবে সে রমণী।

***

স্ত্রীলোক কতকটা "গামছাব" মত। মধ্যে মধ্যে "কাচিয়া" লইলে গামছায় বড় ময়লা থাকে না। মধ্যে মধ্যে স্ত্রীলোককে একটু আধটু চোখ রাঙ্গাইলে তাহাদের "ঘরভাঙ্গানী মন্ত্ররূপ" ময়লা ছাড়িয়া যায়।

***

স্ত্রীলোক অনেকটা ঘোটকীর মত। ঘোটকী উচ্ছৃঙ্খলা হইলে গাড়ী ভাঙ্গিয়া চূর করে, সওয়ারের জীবনসংশয়াপন্ন করে। স্ত্রীলোক ক্ষেপিলে "ঘর ভাঙ্গে," আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয়। বশে আনিয়া রাস্ মানাইয়া চালিত করিলে ঘোটকী কার্য্যকারিণী হয়; স্ত্রীলোকও তাহাই।

***

যিনি অসাধারণ শক্তিসম্পন্ন, তিনি তাঁহার শক্তির বৃথা গর্ব্ব করেন না। তাঁহার কার্য্যকলাপে তাঁহার শক্তি আপনিই প্রকাশ পায়। যে শক্তিবান্ নহে, সেই শক্তির পরিচয় দিতে সর্ব্বদাই উৎসুক।

***

যিনি গুণবান, তিনিই বিনয়ী। যাহার কোনও গুণ নাই, তাহাকে প্রায়ই বিনয়বর্জ্জিত দেখিতে পাওয়া যায়।

***

যিনি যথার্থ সাধক, তিনি তাঁহার সাধনার বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করেন না। যে ভণ্ড, সেই সাধকের ভাণ করে।

***

ফলবান বৃক্ষ মস্তক অবনত করিয়া থাকে। যে বৃক্ষ ফলহীন, সেই বৃক্ষই সর্ব্বদা উচ্চশির।

***

পাপ করিলেই তাহার ফলভোগ করিতে হয়—তাহা দুই দিনেই হউক, আর দশ দিনেই হউক।

***

দিনান্তেও একবার ভগবানের নাম না লইলে দিন বৃথায় যায়

***

ভগবানের নাম লইলেই মনে আনন্দ হয়—কারণ, ভগবান্ আনন্দময়—সচ্চিদানন্দ।

***

ভগবানের নাম গ্রহণ করিলেই সকল পাপ খণ্ডন হয়। অবহেলা করিয়া ভগবানের নাম করিলেও তাহা বৃথায় যায় না।

***

স্থূল চক্ষে ঈশ্বরের দণ্ড কঠিন। কিন্তু জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হইলেই দেখিতে পাওয়া যায় যে, কাঠিন্যের মধ্যেও মঙ্গলময়ের মঙ্গল-হস্ত বিরাজমান।

***

বসুমতী, রবিতাপে দগ্ধ ও হলাঘাতে কর্ষিত না হইলে, যেমন শস্য-প্রসবের উপযোগিনী হয় না, ঈশ্বরের দণ্ড ভোগ না করিলে, তেমনি জীবের চৈতন্যলাভ ঘটে না। ঈশ্বরের দণ্ড চৈতন্য-সম্পাদনের জন্য।

***

জননী ও জন্মভূমির নিকট স্বর্গ তুচ্ছ। লঙ্কার অলৌকিক সৌন্দর্য্য অবলোকনান্তর শ্রীরামচন্দ্র বলিয়াছিলেন—

নেয়ং স্বর্গপুরী লঙ্কা রোচতে মম লক্ষ্মণ।
জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী॥

***

সন্তান যতই হীন হউক, যতই মহাপাপ করুক, যতই ঘৃণ্য হউক, মাতার নিকট সে পরম আদরণীয়। কবি বলিয়াছেন,—

"অপি গলদখিলাঙ্গং পাপকুষ্ঠাদিরোগৈঃ
সুতমপি মলমূত্রক্লেদসংলিপ্তদেহম্।
পতিতমপি সমস্তে নক্ততং জীবলোকৈঃ
ধরতি পরম যত্নাৎ ত্বং নিজাঙ্কে প্রসূতিঃ॥"

***

ক্রূরতা, খলতা কিম্বা মোহবশে জীব বলি দিলে পুণ্যসঞ্চয় হয় না। বলিই যদি দিতে হয়, তবে—

"সর্ব্বেষু ভূতেষু সমং বসন্ত্যো
ভূতেন্দ্রিয়াণামধিদেবতায়ৈ।
তৎ প্রীতয়ে মানব! তদ্গতাত্মা
ভূতেন্দ্রিয়গ্রামবলিং প্রযচ্ছ।"

***

পুরুষেব মনে যদিও দুরাকাঙ্ক্ষা জাগিয়া উঠে, তাহা হইলে স্ত্রীলোকের উচিত—সে দুরাকাঙ্ক্ষানলে শান্তিবারি নিক্ষেপ করা। তাহা না করিয়া স্ত্রীলোকও যদি পুরুষের অনুবর্ত্তী হয়, কিম্বা সে অনলে ঘৃতাহুতি দিয়া লেডী ম্যাক্‌বেথের মত বলে—

Glamis thou art, and Cawdar ; and shall be
What thou art promised ;
—yet I do fear thy nature ;
It is too full o' the milk of human kindness,—

তাহারা স্ত্রী পুরুষে উভয়েই উৎসন্ন যায়, তাহাদের বিনাশ অবশ্যম্ভাবী ; আর তাহাদের দ্বারা জগতের অনিষ্টও অনিবার্য্য।

***

মনে যদি পাপ-চিন্তা প্রবেশ করে, তাহা হইলে কথনও নির্জ্জনে থাকিও না, পাপীর সহানুভূতিতে গলিয়া যাইও না। সৎসঙ্গে থাকিবার চেষ্টা করিও ; সদ্বাক্যে, সৎপরামর্শে আস্থাবান্ হইও,—তাহা হইলে পাপ-চিন্তার নেশা কাটিয়া যাইবে।

***

জীবন ভারবহ বোধ হইলে জানিবে, তোমার যাহা করা উচিত, তাহা তুমি করিতেছ না। আপন কর্ত্তব্য পালন করিলে আর জীবন ভারবহ বলিয়া মনে হয় না।

***

পিত্রাদেশ সর্ব্বদা সর্ব্বকালে পালনীয়। পিতার অবর্ত্তমানেও সে আদেশ লঙ্ঘন করিতে নাই। তাহা করিলে পরলোকে থাকিয়াও পিতৃ-আত্মা ব্যথা অনুভব করে।

***

পরামর্শের জন্য যদি কেহ তোমায় আহ্বান না করে, তাহা হইলে তুমি পরামর্শ দিতে সে স্থানে যাইও না। অযাচিতভাবে কাহাকেও পরামর্শ দিতে যাইলে, পরামর্শদাতাকে অবমানিত হইতে হয়।

***

আপনার স্বার্থসিদ্ধির আশায় সংসারে যাহারা ঘুরিয়া বেড়ায়, তাহারা স্বার্থসিদ্ধির জন্য নরকেও যাইতে পারে, স্বর্গলোকও ত্যাগ করিতে পারে। তাহাদের সঙ্গে আলাপ পরিচয় রাখাও অবিধেয়।

***

যাহারা প্রতিহিংসাপরায়ণ, তাহারা কাহারও প্রতি দয়া করিলেও, সে দয়ার ভিখারী হইতে নাই। আজ সে দয়া করিতে পারে; কিন্তু তাহার মনের মত হইয়া না চলিলে, কাল সে তাহার প্রতিহিংসা-প্রবৃত্তি চরিতার্থ করিবে।

***

যাহারা একজনের অনিষ্ট করিয়া, আর একজনের ইষ্টসাধন করে কিম্বা করিবার অভিপ্রায় প্রকাশ করে, তাহাদের বিশ্বাস করিতে নাই। আবশ্যক হইলে সে ইষ্ট করিয়াও অনিষ্ট করিবে।

***

যে অহোরহ মুখে বলিয়া থাকে, "মরি ত বাঁচি" সে বস্তুতঃ পক্ষে মরিতে চাহে না। তাহার "মরি ত বাঁচি"—মৌখিক।

***

যে সর্ব্বদা পাপাচরণ করিয়া থাকে, তাহারই মৃত্যু-ভয় প্রবল। মৃত্যুতে পুণ্যাত্মার কোনও ভয় নাই।

***

বিপদ যখন আসিবার তখন আসিবেই। সাহসের সহিত বিপদের সম্মুখীন হইলে বিপদের মাত্রা অনেকটা কমিয়া যায়।

***

ভয়াধিক্যবশতঃ বিপদের গুরুত্ব বাড়িয়া যায়। বিপদে পড়িয়া সকলেই মুহ্যমান হইয়া পড়ে। যাঁহারা হ'ন না, তাঁহারাই আদর্শ পুরুষ।

***

নূতন বন্ধুর সংখ্যা বৃদ্ধি হইলেও পুরাতনকে ত্যাগ করিতে নাই। "পুরাতন চাউলই ভাতে বাড়িয়া থাকে।"

***

দূর হইতে অনেক মনুষ্যকেই আদর্শ-পুরুষ বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নিতান্ত নিকটে আসিলেই তাহাদের রূপান্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

***

বিপদে না পড়িলে বন্ধুর বন্ধুত্ব বুঝিতে পারা যায় না। সম্পদের বন্ধু, বন্ধুই নহে।

***

মানুষ যখন বিস্ময়-সাগরে ডুবিয়া যায়, তখন তাহার আর কথা কহিবার শক্তি থাকে না। বিস্ময় প্রকাশের ভাষাই নীরবতা।

***

মানুষ বাঁচিয়া থাকে নানাপ্রকারে। কেহ শত বৎসর বাঁচে—কাঁদিয়া কাঁদিয়া; আর কেহ বা হাসিয়া ও হাসাইয়া জগতে আসে এবং আপনি হাসিয়া, পরকে কাঁদাইয়া অল্পকালের মধ্যেই জগৎ ছাড়িয়া চলিয়া যায়।

***

"ঘুষ" জিনিসটা ঔষধেরই মত। অনেকেই তাহা সেবন করে—কিন্তু কেহই তাহার নাম করিতে চাহে না।

***

যাহা অনায়াসে পাওয়া যায়, তাহা পাইয়া মানুষের চিত্ত-প্রসাদ জন্মে না। মানুষ মনে করে, যাহা সুদুর্লভ, তাহা না পাইলে আবার পাওয়া কিসের? তাহাও যদিবা পাওয়া যায়, তাহাতেও পরিতৃপ্তি নাই। অসন্তোষ-বহ্নি এমনই ভয়ঙ্কর।

***

দয়া-বীজ হেলায় অশ্রদ্ধায় ছড়াইয়া দিলেও তাহা অঙ্কুরিত হইবে সে বীজের এমনই শক্তি!

***

বুদ্ধির প্রবলতা বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা থাকিলে, পশু-প্রবৃত্তিটা বর্জ্জন করিতে হইবে। পশুভাব না ঘুচিলে বিদ্যানুশীলন হয় না। তাহা না হইলে বুদ্ধির উৎকর্ষতা কোথায়।

***

বিদ্যা-বুদ্ধির অনুশীলন করিতে হইলে স্বল্পাহারী হইতে হয়। গো-গ্রাসে ভক্ষণ করিলে বিদ্যাবুদ্ধিও প্রায় সেইরূপই হইয়া থাকে।

***

কাহাকেও কাঁদিতে দেখিলে, তুমি কাঁদিও। অপরের হাসির সহিত হাসিও। তোমারও সুখের সীমা থাকিবে না, আর যাহাদের হাসি কান্নায় তোমার সহানুভূতি আছে, তাহারাও সুখী হইবে।

***

সুবিধা পাইলেই পরোপকার করিবে। তাহা অর্থেই হউক, আর কায়িক পরিশ্রমেই হউক। পরোপকারের প্রবৃত্তিটা দেবত্বলাভের সোপান। পরোপকারব্রত কর্ম্মবীরের কর্ম্মক্ষয়ের উপায়।

***

যে ভালবাসার সহিত বাসনা বিজড়িত, সে ভালবাসায় দুঃখই অধিক। কামনাশূন্য ভালবাসায় সুখ অপরিসীম।

*
* *

যে মুখে ভালবাসা দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে, সে ভালবাসার মত ভালবাসিতে পারে না। যে ভালবাসিয়া—ভালবাসার পাত্রের মুখের পানে কেবল তাকাইয়া থাকে, তাহার ভালবাসাই ভালবাসা।

*
* *

ভালবাসিতে বাসিতে ভক্তি আসে, ভক্তি হইতে জ্ঞান জন্মে—জ্ঞান হইতে মন প্রবুদ্ধ হয়—তখন ঈশ্বরলাভ নিশ্চয়।

*
* *

ধর্ম্ম—গাভীরূপিণী। দোহনকালে ধর্ম্ম-গাভী পা ছুঁড়ে, লাথি মারে, কিন্তু দোহনকারীকে অপর্য্যাপ্ত দুগ্ধপ্রদান করে। সে দুগ্ধ, দোহনকারী একাকী ভোগ করে না, অন্যকেও ভাগ দেয়।

*
* *

জ্ঞান—ভাল, কিন্তু অসার তর্ক ভাল নহে। যাহা অজ্ঞানের জ্ঞান, তাহাতে তর্ক আছে; যে দিব্য জ্ঞানী, তাহার জ্ঞানে তর্কজাল নাই।

বিরাট জ্ঞানলাভের আশায়, মহৎ বস্তুর অনুসন্ধানে মৃত্যুও বরণীয়—কিন্তু পশু-প্রকৃতিতে অমর হইয়া বাঁচিয়া থাকাও ভাল নহে। তাহাতে নিজের ও পরের—সকলেরই ক্ষতি।

*
* *

মৃত্যু যে কখন্ আসিবে, কখন্ যে তোমার শরীরদ্বারে আঘাত করিবে, তাহার স্থিরতা নাই। আত্মাকে জাগরিত রাখিও—মৃত্যুর ভয় আর থাকিবে না।

*
* *

ধর্ম্মে "ছোট," "বড়" নাই। ধর্ম্মে সব সমান। সেই জন্য যিনি "পরমহংস" তিনি সকলকে সমান দেখেন,—ঘৃণা তাঁহার অভিধানে নাই।

***

ঈশ্বর সর্ব্বত্র বিরাজিত। যে স্থানে তুমি ঈশ্বরানুসন্ধান করিবে, সেই স্থানেই তাঁহার দর্শন মিলিবে। প্রহ্লাদ ফটিকস্তম্ভ হইতেও তাঁহার ইষ্টদেবকে বাহির করিয়াছিলেন।

***

ভালবাসা ভিন্ন ব্রহ্মাণ্ড থাকিতে পারে না। ভালবাসা মাতৃরূপিণী

***

দার্শনিক পণ্ডিত বিচার করে—কিন্তু ঈশ্বর দেখিতে পায় না। মূর্খ ভক্ত, দার্শনিক-তত্ত্ব অবগত নহে—কিন্তু তাহার হৃদয়-মন্দিরে সে সর্ব্বদা ভগবানকে দেখিতে পায়।

***

জ্ঞান-বলেও ঈশ্বরলাভ হয়, প্রেম-বলেও ঈশ্বরলাভ হয়। তবে জ্ঞানে "মার্ মার্" "কাট্ কাট্" আছে, প্রেমে—অহংজ্ঞান পর্য্যন্ত বিলুপ্ত হয়; এইমাত্র প্রভেদ।

***

যাহার ঢাল নাই, তরবারিও নাই, সেই কেবল নিধিরাম সর্দ্দার হইতে পারে। তাহার মুখেই সর্দ্দারত্ব—কার্য্যতঃ কিছুই নহে।

***

যাহার মাতা আত্মহত্যা করে, পিতা চৌর্য্যাপরাধে দণ্ডিত হয়, পত্নী পরপুরুষের সোহাগ আকাঙ্ক্ষা করে, সে অর্থকরী বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করিলেও, তাহাকে বিশ্বাস করিতে নাই। সুযোগ পাইলেই সে পরের সর্ব্বনাশ করিবেই করিবে।

***

পরান্নে প্রতিপালিত হইয়া পরের দয়ায় সমাজে স্থান পাইয়া, পরের চেষ্টায় "দশ জনের একজন" হইয়া সেই "পরের" সম্মুখে যে গর্ব্ব প্রকাশ করে, আবশ্যক হইলে সে সকল মহাপাপই করিতে পারে, করিয়াও থাকে ; সুতরাং সে সর্ব্বদা পরিবর্জ্জনীয়।

***

দুঃখভোগ করিয়া পরে যে সুখের মুখ দেখিতে পায়, তাহার—পরের দুঃখ অনুভব করা প্রাকৃতিক নিয়ম। যে তাহা না করে, সে প্রকৃতির নিয়মের বাহিরে।

***

আত্মীয়ের সহিত যে আত্মীয়তা বিচ্ছিন্ন করিতে পারে, সে না পারে, জগতে এমন কোনও কার্য্যই নাই।

***

মাতার নয়নে অশ্রু দেখিয়া যে হাসিতে পারে, জন্মদাতা পিতার বিপদে যে অবহেলার ভাব দেখাইতে পারে, সে পশু অপেক্ষাও অধম। কারণ, পশুও পিতামাতার দুঃখে সহানুভূতি প্রকাশ করে।

***

স্বীয় পরামর্শ ভিন্ন যে জগতে কাহারও পরামর্শ গ্রহণ করে না—করিতে চাহে না, সে, হয় পশু, না-হয় বিকৃত-মস্তিষ্ক। তাহার চিকিৎসার ভার সমাজেরই গ্রহণ করা উচিত। সমাজের তীব্র কশাঘাতে জর্জ্জরিত না হইলে এ রোগের প্রতীকার হয় না।

***

যে বালিকা—কঠোর দারিদ্র্যের ক্রোড়ে লালিতা পালিতা, সে পতি-গৃহে আসিয়া সুখের মুখ দেখিলে, অনেক সময়ে আপন-হারা হইয়া পড়ে। সেই আপন-হারা ভাবে তাহার অহঙ্কার আপনিই আসে ! সেই অহঙ্কারে সে দুর্দ্দমনীয়া হইয়া পড়ে এবং তাহাতেই তাহার শ্বশুর-কুলের

সর্ব্বনাশ সাধিত হয়। পতির হস্তে চাবুক থাকিলে সেরূপ স্ত্রীলোকের অহমিকা-জ্ঞান কতকটা ঘুচিলেও ঘুচিতে পারে।

***

পরের সর্ব্বনাশ দেখিয়া যাহারা হাসিতে পারে, নিজের সর্ব্বনাশে তাহারা সমধিক ভাঙ্গিয়া পড়ে। কারণ, তখন তাহারা মনে করে, তাহাদের সর্ব্বনাশ দেখিয়া জগৎ হাসিতেছে।

***

যাহারা আপনার দোষ দেখিতে পায় না, তাহারাই অনুক্ষণ পরের দোষ দেখিয়া থাকে।

***

অধিক বয়সে স্ত্রীলোক সন্তানের মাতা হইলে সহজেই গর্ব্বিতা হয় সে তখন প্রবীণ পতিকেও গ্রাহ্যের গণ্ডীর বাহির করিয়া দেয়।

***

যাহার ভাগ্যে সন্তান-লাভ ঘটে নাই, সে সন্তানের মায়া অবগত নহে। কাহারও সন্তান দেখিলে সে বিরক্ত হয়। সন্তানের উৎপাত, উপদ্রব সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারে না।

***

যে যত অধিক প্রতিজ্ঞা করে, সে তাহা তত অধিক ভঙ্গ করে। যে প্রতিজ্ঞায় বদ্ধ হইতে অনিচ্ছুক, সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষা করে।

***

আপনার সম্মান যে রক্ষা করিতে পারে না, রক্ষা করিতে জানে না, পরের সম্মান রক্ষায় সে বীতস্পৃহ।

***

"অর্থ—অর্থ" করিয়া যাহারা মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহারা বুঝে না অর্থ মৃত্যুকালে সঙ্গী হয় না,—যেখানকার অর্থ সেইখানেই পড়িয়া থাকে।

***

ধন থাকিলেই "মন" হয় না ; আবার "মন" থাকিলে ধন হয় না—এ কথাটাও অনেক সময়েই সত্য।

***

চাবুক না খাইলে, ঘোটক-বাজ দুরস্ত হয় না ; চোট্ না খাইলে মানুষের চক্ষু ফুটে না, মানুষ—মানুষ হয় না।

***

কর্ম্ম করিবার কালে কর্ম্মফলে আকাঙ্ক্ষা না থাকিলে মানুষ দেবতা হয়।

***

কর্ত্তব্য-সাধনে যিনি পরাঙ্মুখ নহেন, তিনিই যথার্থ বীরপুরুষ।

***

বিপদ দেখিয়া যাহার মনে ভয়ের উদয় না হয়, বিপদ তাহাকে সহজে উদ্ব্যস্ত করিতে পারে পারে না।

***

যাঁহার মন খাঁটী তাহার সকলই পরিপাটী। যাহার মন মন্দ, তাহার সকল বিষয়েই "সন্দ"—সন্দেহ।

***

শরীর থাকিলেই সুখও থাকিবে, দুঃখও থাকিবে। শরীর না থাকিলে কিছুই থাকিবে না। "শরীরী" হইয়াও যিনি সুখ ও দুঃখের অতীত, তিনি বদ্ধ নহেন—মুক্ত।

***

শরীর ঠিক রাখিতে হইলে মন ঠিক রাখিতে হইবে, মন ঠিক রাখিতে হইলে শরীর ঠিক রাখিতে হইবে। একটা বেঠিক হইলেই আর একটা বেঠিক হইবে।

***

যে তোমাকে প্রাণের সহিত বিশ্বাস করে, তুমি তাহাকে ভয় করিয়া চলিও। ভয় থাকিলে বিশ্বাস দৃঢ়ীভূত হয়।

***

সুখ এক, শান্তি আর। সুখ চাহিলে শান্তি না আসিলেও আসিতে পারে; কিন্তু শান্তি থাকিলে সব থাকে।

***

কর্ম্ম করিলেই ধর্ম্ম হয়, আর ধর্ম্ম রাখিলেই কর্ম্ম করিতে হয়। ধর্ম্ম ও কর্ম্মের অচ্ছেদ্য সম্বন্ধ।

***

"নুণ" খাইলেই গুণ গাইতে হয়। যে তাহা না করে, সে আবশ্যক হইলে সকল মহাপাপ করিতে পারে। তাহার "নুণ" বন্ধ হইলেই সে দুরন্ত হয়।

***

দুঃখান্তে সুখ হইলে দুঃখীকে সুখের ভাগ দিও। তাহাতে তোমারও আনন্দ হইবে, তোমার আশ্রিতেরও আনন্দ হইবে। দুঃখান্তে সুখ হইলে দুঃখীর কথা ভুলিয়া যাইতে নাই; তাহা হইলে সুখের মাত্রা কমিয়া যায়।

***

ধনীর দ্বারে ভিক্ষা বড় পাওয়া যায় না। ধনীর দ্বারবান নির্ধনকে তাড়াইয়া দেয়; কিন্তু ধনবানের বেশে চোরকেও সেলাম করিয়া তাহারা দ্বার ছাড়িয়া দেয়।

***

বন্ধুর দুর্দ্দিন দেখিয়া বন্ধুকে ত্যাগ করিতে নাই। তোমারও একদিন দুর্দ্দিন আসিতে পারে।

***

ফুলও সুন্দর, রমণীও সুন্দর। দুই সৌন্দর্য্যতেই মানব আত্মহারা হয়। সেইজন্য এই দুই সুন্দরকেই দূরে রাখা উচিত।

***

ফুলের হাসি ও রমণীর হাসিতে অনেকটা সাদৃশ্য আছে। সেইজন্য দুয়ের হাসিই মর্ম্মস্পর্শী।

***

যে ভালবাসার পাত্র বা পাত্রী নহে, তাহাকে ভালবাসিও না। তাহাকে ভালবাসিলেই জ্বলিতে হইবে কিম্বা জ্বালা সহিতে হইবে।

***

দীন-দরিদ্রের পুত্র যদি কোনও প্রকারে অগাধ অর্থের অধিকারী হয়, তাহা হইলে সে ঠিক থাকিলেও থাকিতে পারে, কিন্তু তাহার সন্তান-সন্ততিগণ অহঙ্কারে ধরাটাকে সরা বলিয়া মনে করে। তাহারা মাথা ঠিক রাখিতে পারে না।

***

যাহারা বিদ্বানের বংশ, তাহাদের বংশে বিদ্যার আদর আছে, গৌরব আছে ; কিন্তু বিদ্যাবানের তাদৃশ আদর নাই। কারণ, সে বংশে জন্মিলে সকলকে যে কোনও প্রকারেই হউক, বিদ্যাটা শিখিতেই হইবে। কিন্তু মূর্খের বংশে কেহ বিদ্যালাভ করিলে বিদ্যাপেক্ষা বিদ্যার্থীর গৌরবটাই অধিক হয়।

***

"উঁচু" মানুষ "নীচু" হইলেই নীচলোকে তাহাকে চাপিয়া ধরে।

***

ফুল যখন ফুটিয়া থাকে, তখন তাহা দেবতা-শিরেও স্থান পায়,—কিন্তু সেই ফুল যখন শুকাইয়া যায়, তখন তাহা চণ্ডালের পদতলেও স্থান পায় না।

***

যে যত পরিশ্রম করে, তাহার তত স্ফূর্ত্তি থাকা উচিত। স্ফূর্ত্তিহীন হইলেই শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে।

***

রাগ কিম্বা অন্য কিছু পাপ করিলেই মনে দাগ পড়ে। সেই দাগের জন্য প্রাণের ভিতর এক প্রকার জ্বালা অনুভূত হয়। সেই জ্বালায় অনেক সময়ে অনেকে ক্ষেপিয়া যায়। অতএব মনে দাগ পড়িতে দেওয়া উচিত নহে।

***

গাং পার হইয়া কুমীরকে কলা দেখাইতে নাই। দ্বিতীয়বার কুমীরের সাহায্যলাভের আবশ্যকতা হইলে সে সাহায্য আর পাওয়া যায় না।

***

ঢেঁকি স্বর্গে যাইয়াও ধান ভানে। যাহারা মানুষ-ঢেঁকি, তাহাদের সুখ কোথায়?

***

পুঁথি, পুস্তক, শাস্ত্র, ভগবানের সান্নিধ্যে মানবকে লইয়া যাইতে পারে না, কিন্তু তাহার মনের আঁধার নাশ করিতে পারে। ভগবান-সান্নিধ্যে যাইবার ইচ্ছা থাকিলে, মানুষকে ভগবানের উপরেই নির্ভর করিতে হয়।

***

আপনাকে মহাপাপী মনে করা মহাপাপ। পাপ—পাপ ভাবিতে

ভাবিতেই লোকে পাপী হয়; আর পুণ্য—পুণ্য ভাবিতে ভাবিতেই লোকে পুণ্যাত্মা হয়।

***

দোষ বর্জ্জন করাই উচিত,—দোষ বৃদ্ধি করা উচিত নহে।

***

শৃঙ্খল যে গড়িতে পারে, সে ভাঙ্গিতেও পারে। শৃঙ্খল দেখিয়া ভয় পাইবার কোনও বিশেষ কারণ নাই।

***

করুণা জিনিসটা চন্দ্র-সূর্য্যের রশ্মির মত। যথার্থ করুণা প্রাসাদ বা কুটীর বাছে না।

***

জ্ঞান যখন হৃদয়াসনে অধিষ্ঠান করে, তখন অজ্ঞান-অন্ধকার ছুটিয়া পলায়; জ্ঞান-হারা হইলেই আবার তাহা মানবের হৃদয়-ক্ষেত্রকে অন্ধকারাচ্ছন্ন করে।

***

যদি কাহারও নিকট সেবা লইবার ইচ্ছা থাকে, তাহা হইলে প্রথমে সেবক হইবে। সেবা না করিলে সেবা পাওয়া যায় না।

***

"কর্ম্ম" এবং "সাধনা" একই পদার্থ। বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিভিন্ন নাম মাত্র।

***

আপনার অভাব না হইলে অভাবের যন্ত্রণা বুঝিতে পারা যায় না। অভাবের যন্ত্রণা যে অনুভব করিয়াছে, পরের অভাব দেখিলেই সে কাঁদিয়া ফেলে।

***

প্রাণ মন দিয়া যাহাকে বিশ্বাস কর, তাহার বিরুদ্ধে অবিশ্বাসের কথা শুনিলেও তাহা সহজে কাণে তুলিও না; তুলিলে তুমি বুক্ ফাটিয়া মরিয়া যাইবে।

***

মানুষের হৃদয়ই নরক, আবার হৃদয়ই স্বর্গ। স্বর্গ নরক আবার কোথায়?

***

যে সর্ব্বদা অন্যমনস্ক, সে হয় অতিশয় দুর্ব্বলচিত্ত—না-হয় কোন মহান্‌ভাবে বিভোর।

***

যে ভাবিতে শিখিয়াছে, সে জ্বলিতে আরম্ভ করিয়াছে। যাহার ভাবনা নাই, তাহার জ্বালাও নাই।

***

কোনও সৎকার্য্যে "আহা" বলিয়াও সহানুভূতি প্রকাশ করিও—তোমার মনে আনন্দ হইবে। অসৎকার্য্যে অঙ্গুলী হেলাইয়াও সহায়তা করিও না—তাহা করিলে কোনও-দিন-না-কোনও-দিন তোমার মনে অনুতাপ আসিবে।

***

কার্য্যকালে কার্য্য করিও, বিশ্রামের সময় বিশ্রাম-গ্রহণ করিও,—সুখ, শান্তি ও স্বাস্থ্যে তোমার দিন কাটিয়া যাইবে।

***

যাহার পরিশ্রম করিবার ক্ষমতা আছে, সে অপরকে আলস্যপরায়ণ দেখিলে বিরক্ত হয়। পরিশ্রম করিবার যাহার ক্ষমতা নাই, সেই অলস ব্যক্তিকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করে।

***

সৎবন্ধু পাইলে লোকে সৎ হয়; অসৎ-বন্ধুসহবাসে লোকে অসৎই হইয়া যায়। সৎসঙ্গে কাশীবাস, অসৎসঙ্গে সর্ব্বনাশ।

***

দেবচরিত্র লোক সকলকেই দেবতা মনে করে। যাহাব চিত্ত কলুষিত, সে সকলকেই পাপী মনে করে।

***

শরীরেব কোনও-স্থানে আঘাত লাগিলেই সে-স্থানে হাত পড়িবে। সে আঘাত-প্রাপ্তস্থান আর কাহাকেও দেখাইয়া দিতে হয় না। তেমনি মানুষেব ভালবাসা। কেহ কাহাকেও ভালবাসিলে, ভালবাসা আপনিই প্রকাশ হইয়া পড়িবে; কাহাকেও আর বলিতে হইবে না—

"ওগো আমি বড় ভালবাসি।"